যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম
২০২৩

"স্মার্ট যুব সমৃদ্ধ দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ"

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

প্রধান উপদেষ্টা
মো: আজহারুল ইসলাম খান
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

সম্পাদনা পর্ষদ

খোন্দকার মো: রুহুল আমীন, যুগ্মসচিব
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

এম এ আখের
পরিচালক (পরিকল্পনা)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

মো: আ: হামিদ খান
পরিচালক (প্রশাসন)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

মো: আতিকুর রহমান
উপপরিচালক (প্রশাসন)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

মো: মোয়াজ্জেম হোসেন
উপপরিচালক
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কক্সবাজার

মরিয়ম আক্তার
উপপরিচালক (পরিকল্পনা)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

সালেহ্ উদ্দিন আহমেদ
সহকারী পরিচালক(পরিকল্পনা)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

প্রচ্ছদ
মো: নূর-ই-আহসান
গ্রাফিক ডিজাইনার
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

সূচিপত্র

নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
১	ভূমিকা, আমাদের আহ্বান	০৪-০৬
২	সম্পাদনযোগ্য কার্যাবলি, ভিশন, মিশন, উদ্দেশ্যাবলি	০৬-০৭
৩	সাংগঠনিক কাঠামো, অধিদপ্তরের কার্যক্রম	০৮-০৮
৪	বেকার যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	০৯-১৪
৫	প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ভর্তির যোগ্যতা ও ভর্তি ফি	১৪-২৬
৬	উপজেলা পর্যায়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ	২৭-২৭
৭	দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ কর্মসূচি	২৭-৩১
৮	প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি	৩১-৩১
৯	বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনত বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি	৩২-৩২
১০	সরকারি ও বেসরকারি পার্টনারশিপ কর্মসূচি	৩২-৩২
১১	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি	৩৩-৩৪
১২	কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা	৩৪-৩৮
১৩	আঞ্চলিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র	৩৮-৩৮
১৪	যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বাস্তবায়িত কর্মসূচি	৩৯-৩৯
১৫	চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম	৪০-৪৫
১৬	সমাপ্ত কর্মসূচি	৪৬-৪৬
১৭	সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ	৪৭-৫১
১৮	অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পসমূহ	৫২-৬০
১৯	ভবিষ্যত পরিকল্পনা	৬১-৬২
২০	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বাজেট	৬৩-৬৫
২১	যুব কার্যক্রম বাস্তবায়নে বর্তমান সরকারের অর্জন	৬৬-৬৬
২২	এক নজরে শুরু থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রমের অগ্রগতি	৬৭-৬৮
২৩	অন্যান্য কার্যক্রম	৬৯-৭২
২৪	উপসংহার	৭২-৭৩

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি যুবসমাজ। যুবসমাজের মেধা, সৃজনশীলতা, প্রতিভা ও উদ্যোগ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। যুবরা পুরাতন ধ্যান-ধারণা পরিহার করে তাদের চিন্তা-চেতনায় আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক চিন্তা-চেতনা ধারণ করছে। সোনার বাংলা'র স্বপ্ন বাস্তবায়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অন্যতম শক্তি হচ্ছে আমাদের যুবসমাজ। এছাড়া একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০, রূপকল্প ২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যুবদের মানসম্মত প্রশিক্ষণ দক্ষতাবৃদ্ধি, কর্মসংস্থানসৃষ্টি এবং সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ ও মাদকমুক্ত সমাজগঠনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আন্তরিকভাবে কাজ করছে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের উন্নয়নের অগ্রযাত্রার পথ নির্দেশকসমূহ হচ্ছে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়া, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জন এবং এরই ধারাবাহিকতায় ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা।' এই যুব খাতকে সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর স্মার্ট খাত হিসেবে গড়ে তুলতে যুবদের মানসম্মত প্রশিক্ষণ দক্ষতাবৃদ্ধি, কর্মসংস্থানসৃষ্টি এবং সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ ও মাদকমুক্ত সমাজগঠনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিকল্প নেই। এজন্য যুবদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং মেধা ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ অবারিত করা সময়ের দাবি। এছাড়া বাংলাদেশ বর্তমানে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সুবিধার দেশ। জনসংখ্যাতাত্ত্বিক এ সুবিধা কাজে লাগিয়ে দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করতে হলে দেশের যুবসমাজকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। সর্বোপরি "আমার গ্রাম আমার শহর" লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিপুল তারুণ্যের শক্তিকে কাজে লাগানো ছাড়া আমাদের সামনে আর কোন বিকল্প নেই।

যুবসমাজকে দায়িত্ববান, আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল করে সুসংগঠিত উৎপাদনমুখী শক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৮ সালে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করে যা পরবর্তীতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় হিসেবে পুনঃনামকরণ করা হয়। মাঠ পর্যায়ে যুব কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর গঠন করা হয়।

জাতীয় যুবনীতি অনুসারে বাংলাদেশের ১৮-৩৫ বছর বয়সী জনগোষ্ঠিকে যুব হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এ বয়সসীমার জনসংখ্যা ২০২২ সালের আদম শুমারি ও গৃহ গণনা অনুযায়ী ৫ কোটি ৫০ লক্ষ ৫২ হাজার ৮৭২ জন- যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। জনসংখ্যার প্রতিশ্রুতিশীল, উৎপাদনক্ষম ও কর্মপ্রত্যাশী এই যুবগোষ্ঠিকে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল এবং দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

১৯৮১ সাল থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্ব কর্মসূচি এবং উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ট্রেডে ৬৯ লক্ষ ১১ হাজার ১১২ জন যুবক ও যুবনারীকে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং উক্ত প্রশিক্ষিত যুবদের মধ্যে একই সময়ে ২৩ লক্ষ ৮২ হাজার জন যুবক ও যুবনারী আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছে। তন্মধ্য ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৬৩ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং ৪৫ হাজার ২৭৪ জন আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছে। অধিদপ্তরের ঋণ কর্মসূচির শুরু হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ১০ লক্ষ ৫০ হাজার ৮১৯ জন উপকারভোগীকে ২৪১৬ কোটি ৬২ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। তম্মধ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৩৭ হাজার ৬৬৩ জন উপকারভোগীর মধ্যে ১৫৩ কোটি ০৮ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের গড় হার ৯৫.৬৮%। আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পে নিয়োজিত যুবদের মাসিক গড় আয় ৬০০০/- টাকা থেকে ১০০,০০০/- হাজার টাকা পর্যন্ত। অনেক সফল আত্মকর্মী মাসে লক্ষাধিক টাকা আয় করে থাকে। এছাড়া, অনেক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও যুবনারী বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি লাভ করেছেন এবং মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে চাকরি লাভে সক্ষম হয়েছেন।

আমাদের আহ্বান

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্মপ্রত্যাশী যুবদের দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করে তাদের স্বাবলম্বী করার পাসাপাশি দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। তাদের কর্মস্পৃহা এবং কর্মোদ্দীপনা কাজে লাগিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে যুবদেরকে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে অত্যন্ত সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। এসব কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যালয় রয়েছে। এছাড়া, দেশের ৬৪টি জেলায় আবাসিক ও অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। তদুপরি দেশের সকল উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে।

জেলা ও উপজেলায় এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে আবাসিক ও অনাবাসিক এবং স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বেকার যুবরা কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হচ্ছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ডের প্রচার স্বল্পতার কারণে বহু যুবক ও যুবমহিলার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। আমরা দেশের সকল যুবক ও যুবনারীর কাছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ডের তথ্য পৌঁছে দিতে চাই। যাঁরা এই ব্রোশিয়ারটি পড়বেন তাদের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনারা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে বেকার যুবদের অবহিত করবেন। সাথে এও অনুরোধ করছি আপনাদের আরও কিছু জানার থাকলে আমাদের ওয়েব সাইট (www.dyd.gov.bd) ভিজিট করুন। এছাড়া বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ জানাতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ফেসবুক পেজ (www.Facebook.com/departmentofyouth developmenthq)-এ লগ ইন করুন।

সম্পাদনযোগ্য কার্যাবলি

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যবণ্টন (রুলস অব বিজনেসের ১নং তফসিল) অনুযায়ী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে :

- যুবদের কল্যাণ, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য বিষয়ক কার্যাদি।
- উন্নয়নমূলক কাজে যুবদের স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।
- যুবদের কল্যাণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখা।
- প্রকল্পের জন্য অর্থ মঞ্জুরি।
- যুব পুরস্কার প্রদান।
- যুবদেরকে দায়িত্বশীল,আত্মবিশ্বাসী এবং অন্যান্য মানবিক গুণাবলি অর্জনে উৎসাহ প্রদানের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ।
- যুব উন্নয়ন কার্যক্রমের ওপর গবেষণা ও জরিপ।
- বেকার যুবদের জন্য কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ।

ভিশন

❖ বাংলাদেশের উন্নয়ন ও গৌরব বৃদ্ধিতে সক্ষম, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন আধুনিক জীবনমনস্ক যুবসমাজ।

মিশন

❖ জীবনের সর্বক্ষেত্রে যুবদের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের প্রতিভার বিকাশ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

উদ্দেশ্যাবলি

ক) যুবদের ন্যায়নিষ্ঠ, আধুনিক জীবনবোধসম্পন্ন, আত্মমর্যাদাশীল ও ইতিবাচক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা;
খ) যুবদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা;
গ) যুবদের মানবসম্পদে পরিণত করা;
ঘ) যুবদের মানসম্পন্ন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
ঙ) যুবদের যোগ্যতা অনুযায়ী পেশা ও কর্মের ব্যবস্থা করা;
চ) যুবদের অর্থনৈতিক ও সৃজনশীল কর্মোদ্যোগ ক্ষমতায়ন উৎসাহিত করা;
ছ) ক্ষমতায়নের মাধ্যমে যুবদের জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে সক্রিয় ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলা;
জ) স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুবদের সম্পৃক্ত করা;
ঝ) পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবিলাসহ জাতি গঠনমূলক কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবী হতে যুবদের উৎসাহিত করা;
ঞ) সমাজের অনগ্রসর এবং শারীরিক-মানসিক বা অন্য যে কোনো প্রতিবন্ধকতার শিকার মানুষের প্রতি যুবসমাজকে সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল করে তোলা;
ট) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুবদের অধিকার নিশ্চিত করা;
ঠ) জীবনাচরণে মতাদর্শগত উগ্রতা ও আক্রমণাত্মক মনোভাব পরিহারে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা;
ড) যুবদের মধ্যে উদার, অসাম্প্রদায়িক, মানবিক ও বৈশ্বিক চেতনা জাগ্রত করা।

সাংগঠনিক কাঠামো

মহাপরিচালক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তাঁকে সহায়তা করেন ০৬টি উইং এর ০৬(ছয়) জন পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দ। উইংসমূহ হলো-

১) প্রশাসন
২) অর্থ
৩) পরিকল্পনা
৪) প্রশিক্ষণ
৫) দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ
৬) বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও যুবসংগঠন

- অধিদপ্তরের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলা, ৪৯১টি উপজেলা এবং ১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট কার্যালয় রয়েছে।
- প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সারা দেশে ৭১টি অনাবাসিক এবং ৬৪ জেলায় ৭১টি নিজস্ব আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে।
- অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রাজস্ব এবং সমাপ্ত প্রকল্প ও চলমান উন্নয়ন প্রকল্পে মোট **৬৩১৬** জন কর্মকর্তা ও কর্মচারি কর্মরত রয়েছেন।

অধিদপ্তরের কার্যক্রম

যুবসমাজকে সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত করে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ, সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদান এবং জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে নিম্নবর্ণিত কর্মসূচি চালু রয়েছে :

১.০ বেকার যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে দুই ধরণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু আছে। যথা ১) প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং ২) অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় আবাসিক ও অনাবাসিক এ দুই ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন ট্রেডে প্রদান করা হয়। সব উপজেলায় একই ট্রেডে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় না। স্থানীয় চাহিদার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন উপজেলায় বিভিন্ন ট্রেডে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ট্রেডসমূহে প্রশিক্ষণের মেয়াদ ১ মাস হতে ৬ মাস এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে মেয়াদ ০৭ দিন থেকে ২১ দিন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ে নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ভাড়া বাড়িতে নিজস্ব প্রশিক্ষক দ্বারা পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহকে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ হিসেবে গণ্য করা হয়। এছাড়া, উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে দক্ষ ও অভিজ্ঞ অতিথি বক্তা দ্বারা স্কুল, মাদ্রাসা, ক্লাব, কলেজ ও ইউনিয়ন পরিষদ ইত্যাদি স্থানে প্রাপ্ত সুবিধা ব্যবহার করে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহকে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ হিসেবে গণ্য করা হয়। এছাড়া আইসিটি মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহে অংশগ্রহণকারীদের বয়সসীমা ১৮-৩৫ বছর। সমাপ্ত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১,৪৬,২০০ জন এবং প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ১,৪৬,০৬৩ জনকে। চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ২,৪২,৯৭০ জন।

১.১ প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত কোর্সসমূহ

❖ **সকল জেলায় পরিচালিত প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ (আবাসিক/অনাবাসিক)**

১.১.১ কম্পিউটার বেসিক এন্ড আইটি এ্যাপ্লিকেশন প্রশিক্ষণ।
১.১.২ প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন প্রশিক্ষণ।
১.১.৩ মডার্ণ অফিস ম্যানেজমেন্ট এণ্ড কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন প্রশিক্ষণ (৩০টি জেলায়)।
১.১.৪ ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড হাউজ ওয়্যারিং প্রশিক্ষণ।
১.১.৫ রেফ্রিজারেশন এণ্ড এয়ার-কণ্ডিশনিং প্রশিক্ষণ।
১.১.৬ ইলেকট্রনিক্স প্রশিক্ষণ।
১.১.৭ পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ।
১.১.৮ ব্লক, বাটিক ও স্ক্রিন প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ (৫টি জেলায়)।
১.১.৯ মৎস্যচাষ প্রশিক্ষণ (আবাসিক ও অনাবাসিক)।
১.১.১০ মোবাইলফোন সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ার্রিং প্রশিক্ষণ (আবাসিক ৬৪টি জেলা)।
১.১.১১ গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্যচাষ ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ (৬৪টি জেলায় আবাসিক)।

❖ **স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী পরিচালিত প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ (আবাসিক/অনাবাসিক)**

১.১.১২ প্রাণিসম্পদ বিষয়ক

১.১.১২.১ দুগ্ধবতী গাভীপালন ও গরুমোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।
১.১.১২.২ দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন, বিপণন ও বাজারজাতকরণ প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।
১.১.১২.৩ মুরগি পালন ব্যবস্থাপনা, মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।
১.১.১২.৪ ছাগল, ভেড়া, মহিষ পালন এবং গবাদিপশুর প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।

১.১.১৩ মৎস্যচাষ বিষয়ক

১.১.১৩.১ চিংড়ি ও কাঁকড়া চাষ, বিপণন ও বাজারজাতকরণ প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।
১.১.১৩.২ মৎস্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।

১.১.১৪ কৃষি বিষয়ক

১.১.১৪.১ অর্নামেন্টাল প্লান্ট উৎপাদন, বনসাই ও ইকেবানা প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।
১.১.১৪.২ কৃষি ও হর্টিকালচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।
১.১.১৪.৩ ফুল চাষ, পোস্ট হারভেস্ট ব্যবস্থাপনা এবং বাজারজাতকরণ প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।
১.১.১৪.৪ নার্সারি ও ফল চাষ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।
১.১.১৪.৫ মাশরুম ও মৌ-চাষ প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।
১.১.১৪.৬ বাণিজ্যিক একুয়াপনিক্স প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।

১.১.১৫ কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।
১.১.১৬ ব্যানানা ফাইভার এক্সট্রাক্ট প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।
১.১.১৭ ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ।
১.১.১৮ ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ।
১.১.১৯ ওভেন সুইং মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণ।
১.১.২০ ব্লক প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ।
১.১.২১ বাটিক প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ।
১.১.২২ স্ক্রিন প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ।

❖ **<u>বিশেষজ্ঞ রিসোর্স পার্সন দ্বারা পরিচালিত</u>**

১.১.২৩ ক্যাটারিং প্রশিক্ষণ।
১.১.২৪ ট্যুরিস্ট গাইড প্রশিক্ষণ।
১.১.২৫ হাউজকিপিং এন্ড লন্ড্রি অপারেশন প্রশিক্ষণ।
১.১.২৬ ফ্রন্ট ডেস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ।
১.১.২৭ বিউটিফিকেশন এন্ড হেয়ার কাটিং প্রশিক্ষণ।
১.১.২৮ আরবি ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ।
১.১.২৯ ইংরেজি ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ।
১.১.৩০ সেলসম্যানশিপ প্রশিক্ষণ।
১.১.৩১ ক্লিয়ারিং ফরওয়ার্ডিং প্রশিক্ষণ।
১.১.৩২ চামড়াজাত পণ্য তৈরি প্রশিক্ষণ।
১.১.৩৩ পাটজাত পণ্য তৈরি প্রশিক্ষণ।
১.১.৩৪ আত্মকর্মী থেকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ।
১.১.৩৫ ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ।
১.১.৩৬ ওয়েব ডিজাইন প্রশিক্ষণ।
১.১.৩৭ নেটওয়ার্কিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
১.১.৩৮ ইয়ুথ কিচেন (রান্না বিষয়ক) প্রশিক্ষণ।
১.১.৩৯ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পশুর চামড়া ছাড়ানো ও সংরক্ষণ প্রশিক্ষণ।

১.১.৪০ ওয়েল্ডিং প্রশিক্ষণ।
১.১.৪১ ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং ও সোলার সিস্টেম/আইপিএস, ইউপিএস ও স্টেবিলাইজার প্রস্তুত এবং প্রতিস্থাপন প্রশিক্ষণ।
১.১.৪২ স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ডে যুবসমাজের করণীয় শীর্ষক প্রশিক্ষণ।

❖ **যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ**

০১. সোয়েটার নিটিং প্রশিক্ষণ (এমওইউ'র মাধ্যমে)।
০২. লিংকিং মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণ (এমওইউ'র মাধ্যমে)।
০৩. সংক্ষিপ্ত হাউজকিপিং প্রশিক্ষণ (এমওইউ'র মাধ্যমে)।

❖ **মোবাইল ভ্যানে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্স**

০১. গ্রামীণ যুবদের বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ।

১.২ অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত কোর্সসমূহ

অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের আওতায় স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন ট্রেডে বেকার যুবদের ০৭ দিন থেকে ২১ দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উপজেলা পর্যায়ে এ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এ কোর্সের আওতায় পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ :

১.২.১ পারিবারিক হাঁস-মুরগি পালন।
১.২.২ ব্রয়লার ও ককরেল পালন।
১.২.৩ বাড়ন্ত মুরগি পালন।
১.২.৪ ছাগল পালন।
১.২.৫ গরু মোটাতাজাকরণ।
১.২.৬ পারিবারিক গাভিপালন।
১.২.৭ পশু-পাখির খাদ্য প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণ।
১.২.৮ পশু-পাখির রোগ ও তার প্রতিরোধ।
১.২.৯ কবুতর পালন।
১.২.১০ চামড়া সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ।
১.২.১১ মৎস্য চাষ।
১.২.১২ সমন্বিত মৎস্য চাষ।
১.২.১৩ মৌসুমি মৎস্য চাষ।
১.২.১৪ মৎস্য পোনা চাষ (ধানী পোনা)।
১.২.১৫ মৎস্য হ্যাচারি।
১.২.১৬ প্লাবন ভূমিতে মৎস্যচাষ।
১.২.১৭ গলদা ও বাগদা চিংড়ি চাষ।
১.২.১৮ শুটকি তৈরি ও সংরক্ষণ।
১.২.১৯ বসতবাড়িতে সবজি চাষ।
১.২.২০ নার্সারি।
১.২.২১ ফুল চাষ।
১.২.২২ ফলের চাষ (লেবু, কলা, পেঁপে ইত্যাদি)।
১.২.২৩ ভার্মি কম্পোস্ট কেঁচো সার তৈরি।
১.২.২৪ গাছের কলম তৈরি।
১.২.২৫ ঔষধি গাছের চাষাবাদ।
১.২.২৬ ব্লক প্রিন্টিং।
১.২.২৭ বাটিক প্রিন্টিং।
১.২.২৮ পোসাক তৈরি।
১.২.২৯ স্ক্রিন প্রিন্টিং।
১.২.৩০ স্প্রে প্রিন্টিং।
১.২.৩১ মনিপুরী তাঁত শিল্প।
১.২.৩২ কাগজের ব্যাগ ও ঠোঙ্গা তৈরি।
১.২.৩৩ বাঁশ ও বেতের সামগ্রি তৈরি।
১.২.৩৪ নকশি কাঁথা তৈরি।
১.২.৩৫ কারু মোম তৈরি।
১.২.৩৬ পাটজাত পণ্য তৈরি।
১.২.৩৭ চামড়াজাত পণ্য তৈরি।
১.২.৩৮ চাইনিজ ও কনফেকশনারি।
১.২.৩৯ রিকশা, সাইকেল, ভ্যান মেরামত।
১.২.৪০ ওয়েল্ডিং
১.২.৪১ ফটোগ্রাফি
১.২.৪২ সোলার প্যানেল স্থাপন।

❖ **বিজিএমইএ এর সাথে যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ (সমাপ্ত)**

০১. সোয়েটার নিটিং প্রশিক্ষণ কোর্স **(কুড়িগ্রাম, রংপুর ও পঞ্চগড় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র)।**
০২. লিংকিং মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণ কোর্স।

❖ **বিএমইটি ও এস,এ ট্রেডিং এর সাথে যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কোর্স (সমাপ্ত)**

০১. সংক্ষিপ্ত হাউজকিপিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স (কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র)।

❖ **মডার্ণ হারবাল গ্রুপ এর সাথে যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কোর্স**

০১. দেশীয় প্রযুক্তিতে অর্গানিক ও ওষুধি গাছের চাষাবাদ (জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে)।

১.৩ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ভর্তির যোগ্যতা ও ভর্তি ফি

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। কর্মপ্রত্যাশী যুবসমাজকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। জেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ আবাসিক ও অনাবাসিক ভিত্তিতে প্রদান করা হয়।

	❖ জেলা পর্যায়ে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্স (আবাসিক)
১.৩.১	**গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৩ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০.০০ (একশত) টাকা ভর্তি ফি এবং জামানত হিসেবে ১০০.০০ (একশত) টাকা (ফেরৎযোগ্য) জমা দিতে হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৪৫০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করে থাকে। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস।
১.৩.২	**মৎস্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ প্রশিক্ষণ কোর্স :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৪৫০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস।
১.৩.৩	**দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন, বিপণন ও বাজারজাতকরণ প্রশিক্ষণ কোর্স :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৪৫০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস।
১.৩.৪	**চিংড়ি ও কাঁকড়া চাষ, বিপণন ও বাজারজাতকরণ প্রশিক্ষণ কোর্স :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৪৫০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস।
১.৩.৫	**ছাগল, ভেড়া, মহিষ পালন এবং গবাদিপশুর প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ কোর্স :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৪৫০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস।
১.৩.৬	**কৃষি ও হর্টিকালচার প্রশিক্ষণ কোর্স :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৪৫০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস।
১.৩.৭	**৭ মুরগি পালন ব্যবস্থাপনা, মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন প্রশিক্ষণ কোর্স :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৪৫০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস।
১.৩.৮	**দুগ্ধবতী গাভীপালন ও গরু মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণ কোর্স :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১৫০/- টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস।

১.৩.৯	**মাশরুম ও মৌ চাষ প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ১৫দিন। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১৫০/- টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস।**
১.৩.১০	**ফুল চাষ, পোস্ট হারভেস্ট ম্যানেজমেন্ট এবং বাজারজাতকরণ প্রশিক্ষণ কোর্স :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৪৫০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস।
১.৩.১১	**অর্নামেন্টাল প্লান্ট উৎপাদন, বনসাই ও ইকেবানা প্রশিক্ষণ কোর্স :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৪৫০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস।
১.৩.১২	**নার্সারি ও ফল চাষ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৪৫০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস।
১.৩.১৩	**বাণিজ্যিক একুয়াপনিক্স প্রশিক্ষণ কোর্স :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ সপ্তাহ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১৫০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস।
১.৩.১৪	**কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত প্রশিক্ষণ কোর্স :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ সপ্তাহ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১৫০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস।
১.৩.১৫	**ব্যানানা ফাইবার এক্সট্রাক্ট প্রশিক্ষণ কোর্স :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ সপ্তাহ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১৫০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস।
১.৩.১৬	**মোবাইল সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং প্রশিক্ষণ কোর্স :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৪৫০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস
১.৩.১৭	**সোয়েটার নিটিং প্রশিক্ষণ কোর্স :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তি ফি দিতে হয় না। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস । পিপিপি এর মাধ্যমে যৌথ উদ্যোগে এ কোর্সটি পরিচালিত হচ্ছে।
১.৩.১৮	**লিংকিং মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণ কোর্স :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তি ফি দিতে হয় না। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। পিপিপি এর মাধ্যমে যৌথ উদ্যোগে এ কোর্সটি পরিচালিত হচ্ছে।
১.৩.১৯	**সংক্ষিপ্ত হাউজকিপিং প্রশিক্ষণ কোর্স :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। পিপিপি এর মাধ্যমে যৌথ উদ্যোগে এ কোর্সটি পরিচালিত হয়।

	❖ জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কোর্স (অনাবাসিক)
১.৩.২০	**কম্পিউটার বেসিক এন্ড আইসিটি এপ্লিকেশন কোর্স** ঃ অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। এ কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০০/- টাকা কোর্স ফি প্রদান করতে হয়। কম্পিউটার বেসিক কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি পাস।
১.৩.২১	**মডার্ণ অফিস ম্যানেজমেন্ট এন্ড কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশনস প্রশিক্ষণ কোর্স :** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৬ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।
১.৩.২২	**প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্স** ঃ অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। এ কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ২০০০/- টাকা কোর্স ফি প্রদান করতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি পাস এবং কম্পিউটার বেসিক কোর্সে প্রশিক্ষণ থাকতে হবে।
১.৩.২৩	**ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ কোর্স :** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ. এসসিপাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।
১.৩.২৪	**ওয়েব ডিজাইন প্রশিক্ষণ কোর্স :** এটি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স এবং মেয়াদ ০২ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০০/-(পাঁচশ) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।
১.৩.২৫	**ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্স :** এটি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স এবং মেয়াদ ০২ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০০/-(পাঁচশ) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।
১.৩.২৬	**নেটওয়ার্কিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স :** এটি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স এবং মেয়াদ ০২ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০০/-(পাঁচশ) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।
১.৩.২৭	**ইলেকট্রনিক্স প্রশিক্ষণ কোর্স** ঃ অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। এ কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ৩০০/- টাকা কোর্স ফি প্রদান করতে হয়। ইলেকট্রনিক্স কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি পাস। প্রশিক্ষণার্থীদের ১০০/- টাকা যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।
১.৩.২৮	**ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং কোর্স** ঃ অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। এ কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ৩০০/- টাকা কোর্স ফি প্রদান করতে হয়। ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। প্রশিক্ষণার্থীদের ১০০/- টাকা যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।
১.৩.২৯	**রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং কোর্স** ঃ অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। এ কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ৩০০/- টাকা কোর্স ফি প্রদান করতে হয়। রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি পাস। প্রশিক্ষণার্থীদের ১০০/- টাকা যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।
১.৩.৩০	**যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ** কোর্সঃ অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৩০ দিন এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। ন্যূনতম বয়স ২১ বছর এবং জাতীয় পরিচয় পত্র থাকতে হবে। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের দৈনিক প্রশিক্ষণ ভাতা ও আপ্যায়ন বাবদ ১৫০/- টাকা প্রদান করা হয়।
১.৩.৩১	**শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিঃ** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৩ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ভর্তি ফি দিতে হয় না। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের দৈনিক (কর্মদিবস হিসেবে) প্রশিক্ষণ ভাতা বাবদ ২০০/- টাকা প্রদান করা হয়।

১.৩.৩২	**ভ্রাম্যমান আইসিটি ভ্যানে বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সঃ** উপজেলায় ভ্রাম্যমান আইসিটি প্রশিক্ষণ ভ্যানে পরিচালিত ০২ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স যাতে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে কোন কোর্স ফি দিতে হয় না। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা যুবনারীদের জন্য এসএসসি এবং যুবদের জন্য এইচএসসি পাস। প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিদিন প্রশিক্ষণ ভাতা বাবদ ২০০/- টাকা এবং আপ্যায়ন ভাতা ১০০/- টাকা প্রদান করা হয়।
১.৩.৩৩	**লেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং ও সোলার সিস্টেম প্রশিক্ষণ/আইপিএস,ইউপিএস, স্টেবিলাইজার প্রস্তুত এবং প্রতিস্থাপন প্রশিক্ষণ কোর্স :** এটি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স এবং মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৩০০/-(তিনশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।
১.৩.৩৪	**ওয়েল্ডিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স :** এটি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স এবং মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।
১.৩.৩৫	**পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্স :** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৩ মাস। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/-(পঞ্চাশ) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।
১.৩.৩৬	**ওভেন সুইং মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণ কোর্স :** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।
১.৩.৩৭	**ব্লক, বাটিক ও স্ক্রিন প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ কোর্স :** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৪ মাস। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/-(পঞ্চাশ) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।
১.৩.৩৮	**মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ কোর্স :** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/-(পঞ্চাশ) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।
১.৩.৩৯	**ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ কোর্স :** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৩ মাস। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৩০০/-(তিনশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।
১.৩.৪০	**সেলসম্যানশিপ প্রশিক্ষণ কোর্স :** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৩ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।
১.৩.৪১	**ফ্রন্ট ডেস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্স :** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়
১.৩.৪২	**চামড়াজাত পণ্য তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্স :** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

১.৩.৪৩	**ব্লক প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ কোর্স :** এটি ০২ মাস মেয়াদি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স যাতে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।
১.৩.৪৪	**বাটিক প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ কোর্স :** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।
১.৩.৪৫	**স্ক্রিন প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ কোর্স :** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।
১.৩.৪৬	**ক্যাটারিং প্রশিক্ষণ কোর্স :** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৬ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০০/-(এক হাজার) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।
১.৩.৪৭	**হাউজকিপিং এন্ড লন্ড্রি অপারেশন প্রশিক্ষণ কোর্স :** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।
১.৩.৪৮	**ট্যুরিস্ট গাইড প্রশিক্ষণ কোর্স :** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।
১.৩.৪৯	**বিউটিফিকেশন এন্ড হেয়ার কাটিং প্রশিক্ষণ কোর্স :** এটি ০১ মাস মেয়াদি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স যাতে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/- (একশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।
১.৩.৫০	**ইংরেজি ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স :** এটি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স এবং মেয়াদ ২১দিন। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।
১.৩.৫১	**আরবি ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স :** এটি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স এবং মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।
১.৩.৫২	**ক্লিয়ারিং ফরওয়ার্ডিং প্রশিক্ষণ কোর্স :** এটি ০২ সপ্তাহ মেয়াদি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/- (একশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।
১.৩.৫৩	**ইনটেরিয়র ডেকোরেশন প্রশিক্ষণ কোর্স :** এটি ০৩ সপ্তাহ মেয়াদি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/- (একশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।
১.৩.৫৪	**পাটজাত পণ্য তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্স :** এটি ০২ সপ্তাহ মেয়াদি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/- (একশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

১.৩.৫৫	**আত্মকর্মী থেকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স :** এটি ০১ সপ্তাহ মেয়াদি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে কোন কোর্স ফি দিতে হয়না। প্রশিক্ষণার্থীদের দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস।
১.৩.৫৬	**ইয়ুথ কিচেন (রান্না বিষয়ক) প্রশিক্ষণ কোর্স :** এটি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স এবং মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।
১.৩.৫৭	**বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পশুর চামড়া ছাড়ানো ও সংরক্ষণ প্রশিক্ষণ কোর্স :** এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ দিন। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ভর্তি ফি দিতে হয় না। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের দৈনিক ২০০/-(দুইশত) টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস।
১.৩.৫৮	**স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ডে যুবসমাজের করণীয় শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স :** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৩ দিন। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ভর্তি ফি দিতে হয় না। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের দৈনিক ১০০/- (একশত) টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

১.৪ উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন ট্রেডে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ

অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের মেয়াদ ৭ দিন থেকে ২১ দিন। এটি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ এবং এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য কোন ফি দিতে হয় না। ইউনিট থানা ও উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে এ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের দৈনিক ১০০/- (একশত) টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

❖ প্রশিক্ষণার্থীদের প্রদেয় সুবিধা

১.৪.১ আবাসিক প্রশিক্ষণে খাবার ও আবাসন সুবিধা
১.৪.২ অনাবাসিক প্রশিক্ষণে বিনামূল্যে আবাসন ব্যবস্থা
১.৪.৩ নারী ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ ভাতা
১.৪.৪ দলিত, অটিস্টিক, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি যুবদের জন্য ৫% কোটাসহ ভর্তি ফি ব্যতিত প্রশিক্ষণ
১.৪.৫ প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র প্রদান
১.৪.৬ প্রশিক্ষণ শেষে প্রকল্প গ্রহণে ঋণ সহায়তা প্রদান।

২.০ দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ কর্মসূচি

সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে কর্মপ্রত্যাশী যুবরা দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে। তাদের নিজস্ব কোন সম্পদ ও কর্মসংস্থান না থাকায় তাদের পক্ষে খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মত মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করা সম্ভব হয় না। দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে এহেন মানবেতর অবস্থা নিরসন এবং কর্মপ্রত্যাশী যুবদের জন্যে একটি সুখকর জীবনের ব্যবস্থা করা দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ কর্মসূচির মুখ্য উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের সকল উপজেলাতেই এ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে তিন ধরণের ঋণ কর্মসূচি চালু রয়েছে (২.১ - ২.৩)।

২.১ পরিবারভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি

পরিবারভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো পরিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে কর্মপ্রত্যাশী দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ঋণ প্রদানের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি। দেশের মোট ৩৫০টি উপজেলায় ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় পরিবারের ঐতিহ্যগত পেশাকে কাজে লাগিয়ে বেকারত্ব নিরসন ও পারিবারিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য সমুন্নত রেখে কার্যক্রম সম্প্রসারণ, জীবনযাপনের মান ধাপে ধাপে উন্নয়নকল্পে পরিবারে সঞ্চয় অভ্যাস গড়ে তোলা এবং নারী ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পরিচর্যা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং পরিবেশ উন্নয়নে জনগোষ্ঠিকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। পরিবারভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমের আওতায় একই পরিবারের অথবা নিকট আত্মীয় বা প্রতিবেশী পরিবারের পরস্পরের প্রতি আস্থাভাজনদের নিয়ে ৫ সদস্যের গ্রুপ গঠন করা হয়। একই গ্রামের স্থায়ী নিবাসী এরূপ ৭ থেকে ১০টি গ্রুপ নিয়ে একটি কেন্দ্র গঠিত হয়। কেন্দ্রের প্রত্যেক সদস্যকে ১ম, ২য়, ৩য়, দফায় যথাক্রমে সর্বোচ্চ ১২০০০/-, ১৬০০০/- ও ২০০০০/- টাকা হারে ঋণ প্রদান করা হয়। এছাড়া ৩য় দফা পর্যন্ত সফল ঋণ পরিশোধকারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে একটি কেন্দ্র হতে সর্বোচ্চ ০৫ জনকে আত্মকর্ম ঋণের নীতি পদ্ধতি অনুসরণ করে এন্টারপ্রাইজ ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। অধিদপ্তরের কর্মচারিগণ গ্রাম পর্যায়ে ঋণ বিতরণ এবং কেন্দ্র থেকে ঋণের কিস্তি সংগ্রহ করে। গ্রেস পিরিয়ড অর্থাৎ ঋণ

পরিশোধের প্রস্তুতি সময় অতিক্রম করার পর সাপ্তাহিক কিস্তিতে ঋণের অর্থ আদায় করা হয়। কোনো উপকারভোগীকে ঋণ গ্রহণ ও কিস্তি পরিশোধের জন্য অফিসে আসার প্রয়োজন হয় না। মূলধন পাওনার উপর ৫% (ক্রমহ্রাসমান) হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়। পরিশোধিত আসলের উপর পরবর্তীতে আর কোনো সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয় না। এ ঋণ প্রাপ্তির জন্যে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না। তবে মনোনীত সদস্যদের ৫ দিনব্যাপি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ঋণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উপর গ্রাম পর্যায়ে কেন্দ্রভিত্তিক ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করা হয়। পরিবারভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমে ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়ের হার ৯৬.৯৩%।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
পরিবারভিত্তিক কর্মসূচির মোট মূলধন	৪৯৪৭.৯৯ লক্ষ টাকা	৪৯৪৭.৯৯ লক্ষ টাকা
জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি	৯৩৯৭.৯৪ লক্ষ টাকা	৯৩৯৭.৯৪ লক্ষ টাকা
প্রবৃদ্ধিসহ মোট ঋণ তহবিল	১২২৯৫.৫৬ লক্ষ টাকা	১১৮৫০.৫০ লক্ষ টাকা
ঋণ কর্মসূচির শুরু থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ	৮৫৬৩০.৫৯ লক্ষ টাকা	৭৯৩৮৫.৬৭ লক্ষ টাকা
জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আদায়যোগ্য ঋণ	৭৭৮৭৮.২২ লক্ষ টাকা	৭৭৮৭৮.২২ লক্ষ টাকা
ঋণ কর্মসূচির শুরু থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত উপকারভোগী	৬৪৫৯২২ জন	৬৪৩৪৩৭ জন
২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ	১০৬৫.৬০ লক্ষ টাকা	২০২২.৮৬ লক্ষ টাকা
২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উপকারভোগী	৮৮৮০ জন	১৪৫৪৮ জন

২.২ একক ঋণ কর্মসূচি

এ কর্মসূচির আওতায় দেশের ৬৪টি জেলার ৫০১ টি উপজেলায় (১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানাসহ) ঋণ কার্যক্রম রয়েছে। এ ঋণ কর্মসূচির আওতায় আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক/ অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রশিক্ষিত যুবদেরকে একক (ব্যক্তিকে) ঋণ প্রদান করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রশিক্ষিত একজন যুবক/যুবনারীকে প্রথম দফায় ৬০,০০০/- টাকা, দ্বিতীয় দফায় ৮০,০০০/- টাকা এবং তৃতীয় দফায় ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রথম দফায় ৪০,০০০/-, দ্বিতীয় দফায় ৫০,০০০/- টাকা এবং তৃতীয় দফায় ৬০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। জেলা ও উপজেলায় দুটি কমিটির মাধ্যমে যথাক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ অনুমোদন করা হয়। ঋণ প্রাপ্তির জন্য একজন ঋণ গ্রহীতার ০১জন নিশ্চয়তাকারী থাকতে হয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক/অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক। গ্রেস পিরিয়ড অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের প্রস্তুতি সময় অতিক্রম করার পর বিভিন্ন ট্রেডের জন্য নির্ধারিত মেয়াদে মাসিক কিস্তিতে ঋণের অর্থ আদায় করা হয়। মঞ্জুরকৃত ঋণ পাওনার উপর ৫% (ক্রমহ্রাসমান) হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়। পরিশোধিত আসলের উপর পরবর্তীতে আর কোনো সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয় না। এ কর্মসূচির ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়ের হার ৯৫.০২%।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট যুবঋণ মূলধন	১১৭০৪.২১ লক্ষ টাকা	১১৭০৪.২১ লক্ষ টাকা
জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি	২০০৬৭.৩৬ লক্ষ টাকা	১৯০৬৪.১০ লক্ষ টাকা
প্রবৃদ্ধিসহ মোট ঋণ তহবিল	৩১৭৭১.৫৭ লক্ষ টাকা	৩২৮৭৫.০০ লক্ষ টাকা
জুন ২০২৩ পর্যন্ত মোট ঋণ বিতরণ	১৫৯৩৪৬.২৭ লক্ষ টাকা	১৬১৯২৬.৭৭ লক্ষ টাকা
জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আদায়যোগ্য ঋণ	১৫২৪১৫.৭৮ লক্ষ টাকা	১৪৪৭৯৫.০০ লক্ষ টাকা
২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ	১২০০০.০০ লক্ষ টাকা	১৩২২১.৯৯ লক্ষ টাকা
২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উপকারভোগী	২৪০০০ জন	২৩০৩৬ জন

২.৩ যুব উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি

এ কর্মসূচির মাধ্যমে অধিদপ্তরের কর্মপ্রচেষ্টায় সৃষ্ট একজন আত্মকর্মীকে উদ্যোক্তায় উপণীত করার লক্ষ্যে সর্বোচ্চ ৩.৫০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। প্রাথমিকভাবে ৮টি বিভাগীয় জেলায় সীমিত আকারে '' যুব উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ" নামে এই ঋণ কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। ১০ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে একযোগে প্রতিটি বিভাগীয় জেলায় এ কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১১১ জনকে ৩.৪৯ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট যুবঋণ মূলধন	৪০০.০০ লক্ষ টাকা	৪০০.০০ লক্ষ টাকা
জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি	৫৫.৬২ লক্ষ টাকা	৪৫.০৬ লক্ষ টাকা
প্রবৃদ্ধিসহ মোট ঋণ তহবিল	৪৫৫.৬২ লক্ষ টাকা	৪৪৫.০৬ লক্ষ টাকা
জুন ২০২৩ পর্যন্ত মোট ঋণ বিতরণ	৪৮০.০০ লক্ষ টাকা	৩৪৯.৭০ লক্ষ টাকা
জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আদায়যোগ্য ঋণ	১৮৪.৯৪ লক্ষ টাকা	১৮৪.৯৪ লক্ষ টাকা
২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ	২৪০.০০ লক্ষ টাকা	৬৩.৩০ লক্ষ টাকা
২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উপকারভোগী	৮০ জন	২৪ জন

❖ ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে উপজেলা পর্যায়ে ১০০৭ জন উদ্যোক্তার মাঝে ১৫১০.৫০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

২.৪ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে যুব ঋণ সহায়তা প্রদান

প্রশিক্ষিত যুবদের মধ্যে যারা উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণ সুবিধার বাইরে থেকে যায় অথবা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে অল্প পরিমাণ ঋণ নিয়ে যারা পুঁজির অভাবে সুষ্ঠুভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারছে না, তাদেরকে ঋণ সহয়তা প্রদানের জন্য কর্মসংস্থান ব্যাংক এবং এনআরবিসি ব্যাংক লি: এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ সকল ব্যাংক হতে বিনাজামানতে ২০ হাজার হতে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়।

৩.০ প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি

প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য প্রশিক্ষিত যুবদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। প্রশিক্ষিত যুবরা প্রাথমিক অবস্থায় পারিবারিকভাবে মূলধন সংগ্রহ করে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ করে। পরবর্তীতে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প সম্প্রসারণ ও পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত যুবদের যুবঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত যুবদের মাসিক আয় ৬০০০/- টাকা থেকে ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত। তবে কোনো কোনো সফল আত্মকর্মী যুব মাসে ১,০০,০০০/- টাকারও বেশি আয় করে থাকে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
আত্মকর্মসংস্থান/সৃজন (ক্রমপুঞ্জিত)	২৬৬৫১৪১ জন	২৩৮২০০০ জন
২০২১-২০২২ অর্থবছরে আত্মকর্মসংস্থান	৪৮০০০ জন	৪৮১০৪ জন
২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আত্মকর্মসংস্থান	৪৪৯২০ জন	৫৩৫১৩ জন

৪.০ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতাবৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি

এ কর্মসূচির আওতায় যুবদের এইচআইভি/এইডস/এসটিডি প্রতিরোধ, প্রজনন স্বাস্থ্য, মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার রোধ, সামাজিক রীতি-নীতি, মূল্যবোধ, জেন্ডার ও উন্নয়ন, যৌতুক, সুশাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সংরক্ষণ, সিভিক এডুকেশন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ, পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়।

৪.১ সরকারি ও বেসরকারি পার্টনারশিপ কর্মসূচি

এ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও সমাজ সচেতনতামূলক কর্মসূচি বাস্তবানের জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়। যেসব প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়/হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে-

বিজিএমইএ এবং বিআইএফটি, ওয়েস্টার্ন মেরিন সার্ভিসেস লিঃ, ডে-বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি, টিএমএসএস, ভিএসও, সেভ দি চিলড্রেন-ইউএসএ, বিএমইটি ও এস. এ. ট্রেডিং, সিআরপি, মডার্ণ হারবাল গ্রুপ, ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচি, বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট (বিইআই), পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন, সোসাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ), জনতা ব্যাংক, আইটি ভিশন, এসোসিয়েশন অব গ্রাসরুটস ওমেন এন্টারপ্রিনিয়ার্স বাংলাদেশ (এজিডাব্লিউইবি), কানেক্ট কনসালটিং লিমিটেড (সিসিএল), উইনরক ইন্টারন্যাশনাল, ক্যারিয়ার্স অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ ইয়ুথ লিডারশিপ সেন্টার, কোর নলেজ লিমিটেড, ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, এডভান্সিং পাবলিক ইন্টারেস্ট ট্রাস্ট (এপিআইটি), সেন্টার ফর চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ (সিসিডিবি), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট ফর সাসটেইনএবল ফিউচার (বিআইএসএফ), ইউএসএইড-ডিএফআইডি এনজিও হেলথ্ সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্ট, সেন্টার ফর ডিসএ্যাবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি), পরিবর্তন চাই, ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশ, এনআরবিসি ব্যাংক, অক্সফাম বাংলাদেশ কর্মসংস্থান ব্যাংক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি-৩য় পর্যায়, আর্থ সোসাইটি এবং স্পেলবাউন্ড কমিউনিকেশন লিমিটেড।

৫.০ যুব উন্নয়ন খাতে মোট বরাদ্দ

অর্থবছর	খাত	বরাদ্দ	ব্যয়	শতকরা হার
২০২৩-২০২৪	রাজস্ব খাতে মোট	৫৮০৫২. ৭৬ লক্ষ টাকা	-	-
	উন্নয়ন খাতে মোট	১৫৪১৬.০০ লক্ষ টাকা	-	-
২০২২-২০২৩	রাজস্ব খাতে সংশোধিত	৪৬৩৩৪. ১৩ লক্ষ টাকা	৩৭৮০৭. ৯৬ লক্ষ টাকা	৮১.৬০%
	উন্নয়ন খাতে সংশোধিত	৪২৩৬.০০ লক্ষ টাকা	৩০০১.৫২ লক্ষ টাকা	৭০.৮৬%

৬.০ ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি

বর্তমান সরকারের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উচ্চমাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত আগ্রহী কর্মপ্রত্যাশী যুবক/যুবমহিলাদের জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ন্যাশনাল সার্ভিস সরকারের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত একটি কর্মসূচি। এ কর্মসূচি প্রাথমিকভাবে পাইলট কর্মসূচি হিসেবে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে কুড়িগ্রাম, বরগুণা ও গোপালগঞ্জ জেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক উদ্বোধনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন শুর ুহয়। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবক/যুবমহিলাদের দশটি সুনির্দিষ্ট মডিউলে তিন মাস মেয়াদি মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানের পর জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়। প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে দৈনিক ১০০/- টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা এবং প্রশিক্ষণোত্তর অস্থায়ী কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার পর দৈনিক ২০০/- টাকা হাওে কর্মভাতা প্রদান করা হয়। কর্মভাতা হতে প্রত্যেকে মাস শেষে ৪০০০ টাকা নগদ পায় এবং অবশিষ্ট ২০০০ টাকা সংশ্লিষ্টদের ব্যাংক হিসাবে জমা থাকে যা অস্থায়ী কর্মের মেয়াদ পূর্তিতে ফেরত প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় পর্বে রংপুর বিভাগের ৭টি জেলার ৮টি উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ২০১১-২০১২ অর্থবছরে সম্প্রসারণ করা হয়। তৃতীয় পর্বে দেশের দরিদ্রতম ১৭টি জেলার ১৭টি উপজেলায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছওে এবং চতুর্থ পর্বে ৭টি জেলার ২০টি উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছওে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পঞ্চম পর্বে ১৫টি জেলার ২৪টি উপজেলায় ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ষষ্ঠ পর্বে ১৩টি জেলার ২০টি উপজেলায় ও সপ্তম পর্বে ১৪টি জেলার ২০টি উপজেলায় এ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পর্বের অস্থায়ী কর্মসংস্থানের মেয়াদ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। ৮ম পর্বে ১০টি জেলার ১০টি উপজেলায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে শুরু হয়ে তা আগস্ট ২০২৩ মাসে অস্থায়ী কর্মসংস্থান কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। অস্থায়ী কর্মসংস্থানে উপজেলা প্রশাসন, আইন শৃংখলা রক্ষা, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা হাসপাতাল, ক্লিনিক, ব্যাংক ও বিভিন্ন সেবামূলক সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সৃষ্টি করা হয়েছে। শুরু থেকে আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত কর্মসূচির আওতায় প্রথম পর্বে ৫৬৮০১ জন, দ্বিতীয় পর্বে ১৪৫১৫ জন, তৃতীয় পর্বে ১৬৩৪২ জন, চতুর্থ পর্বে ২৬৩৭৬ জন, পঞ্চম পর্বে ৩৭২৬৮ জন, ষষ্ঠ পর্বে ৫১১৯৪ জন, সপ্তম পর্বে ২৭৯৬৮ জন এবং অষ্টম পর্বে ৪,৮৮৩ জনসহ সর্বমোট ২,৩৫,৩৪৭ জনকে প্রশিক্ষণ ও পর্ব অনুয়ায়ী যথাক্রমে ৫৬০৫৪ জন, ১৪৪৬৭ জন, ১৪৮০৩ জন, ২৬৩৭৫ জন, ৩৭২৬৮ জন, ৫১১৯৪ জন, ২৭৯৬৮ জন এবং ৪,৮৩৭ জনসহ সর্বমোট ২,৩২,৯৬৬ জনের অস্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেয়াদ পূর্তির পর বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ১২১১৮ জনের কর্মসংস্থান এবং ৫০৩৯৯ জনের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচিতে ২০০৯ থেকে ২০২০ পর্যন্ত মোট ৩৩৬৬ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং একই সময়ে মোট ব্যয় হয়েছে ৩১৮০ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এ কর্মসূচিতে মোট ৬৬৩ কোটি ৯৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল এবং ব্যয় হয়েছে ৬৪৯ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ২৪৯ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২১৪ কোটি ৬০ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৪৩ কোটি ৭৯ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৪১ কোটি ৭৮ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯০০ শত টাকা। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৩৩ কোটি ২৯ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৩২ কোটি ৪০ লক্ষ ৭১ হাজার ২০০ শত টাকা। পর্যায়ক্রমে এ কর্মসূচি দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় প্রকল্প আকারে সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির এক কার্যকর কৌশল হিসেবে এ কর্মসূচি ইতোমধ্যে ব্যাপক সাড়াও সৃষ্টি করেছে। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও এ কর্মসূচিকে তুলে ধরার জন্য এ কর্মসূচির ব্রান্ডিং এর কাজ শীঘ্রই শুরু করা হবে।

৭.০ কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র

ঢাকার অদূরে সাভার পৌরসভায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পশ্চিম পার্শ্বে ব্যাংক টাউন বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন বারুইগ্রাম মৌজায় ৫.৫৯ (৫.০৩) একর জমির উপর "কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র" টি প্রতিষ্ঠিত। যা বর্তমানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির একমাত্র প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট হিসেবে কাজ করছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রে একটি তিন তলাবিশিষ্ট আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্বলিত প্রশাসনিক কাম-একাডেমিক ভবন রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের সুবিধার্থে একাডেমিক ভবনে একটি সম্মেলন কক্ষ কাম-শ্রেণিকক্ষ (এসি), একটি আধুনিক ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব (এসি) ও একটি কম্পিউটার ল্যাব (এসি) রয়েছে। অধিকন্তু, অত্র একাডেমিক ভবনে নন-এসি সম্বলিত একটি শ্রেণিকক্ষ ও একটি লাইব্রেরিও রয়েছে। "কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে" কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের থাকার জন্য আবাসিক সুবিধা রয়েছে। এছাড়া আবাসিক প্রশিক্ষণ পরিচালনার নিমিত্ত দুটি (পুরুষ ও মহিলা) তিন তলাবিশিষ্ট আবাসিক হোস্টেল রয়েছে। মহিলা হোস্টেলের নিচ তলায় ৮০ জন বসার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন একটি ডাইনিং হল রয়েছে। কেন্দ্রটিকে আধুনিকীকরণ ও জোরদারকরণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। ইতোমধ্যে সরকারের পূর্তবিভাগ প্রকল্পে বিদ্যমান আধুনিক ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত প্রশিক্ষণ ও আবাসন স্থাপনার নকশা অঙ্কন করেছে।

	❖ কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ
৭.১	**বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬০/৩০ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নবনিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।
৭.২	**আর্থ-প্রশাসন, ই-নথি, ইজিপি ও আইবাস ++ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৫ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।
৭.৩	**ইয়ুজ অব স্মার্ট টুলস বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স:** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৫ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।
৭.৪	**নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স:** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৭ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।
৭.৫	**বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৭ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সিনিয়র ও জুনিয়র প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।
৭.৬	**আচরণ ও শৃঙ্খলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৫ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪০ জন।
৭.৭	**তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ১৪ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।
৭.৮	**কমিউনিকেটিভ ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ২১ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।
৭.৯	**৯ ঋণ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স:** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৫ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নব নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪০ জন।
৭.১০	**বিষয়ভিত্তিক রিফ্রেসার প্রশিক্ষণ কোর্স:** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৩ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪০ জন।
৭.১১	**শিষ্টাচার ও প্রটোকল:** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৩ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ১৭-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪০ জন।
৭.১২	**ইয়ুজ অব স্মার্ট টুলস ও সঞ্জীবনী বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স:** এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৭ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের ১১-১৬ গ্রেডের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।
৭.১৩	**মডার্ন অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৫ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪০ জন।
৭.১৪	**নিরীক্ষা ও অর্থ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৫ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪০ জন।
৭.১৫	**কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এন্ড ট্রাবলস্যুটিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৫ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।
৭.১৬	**ই-ফাইলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৩ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।

৭.১৭	**ওয়েব পোর্টাল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৩ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।
৭.১৮	**ইন্টারনেট ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৭ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
শুরু থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রশিক্ষণ	২১,২৭৮ জন	২১,০৪৮ জন
শুরু থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত উপকারভোগী প্রশিক্ষণ	৮৮,৫০০ জন	৮৮,৫৩৪ জন
শুরু থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত আয়োজিত কর্মশালা/সেমিনার	১,৯০০ জন	১,৮৪১ জন
২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ	৪৩৫ জন	৪১৩ জন
২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের	৮৫০ জন	-

৮.০ আঞ্চলিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র

মাঠ পর্যায়ে ঋণ গ্রহিতা সদস্যদের নেতৃত্ব বিকাশ, ঋণ ব্যবস্থাপনা, ঋণ ব্যবহার, স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে সাভার, সিলেট, রাজশাহী ও যশোরে কম-বেশি ৩.০০ একর জমির উপর ১৯৯২ সালে ৪টি আঞ্চলিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। উপজেলা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রগুলো প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে এর কার্যক্রম রাজস্ব খাতের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এসকল কেন্দ্র ঋণ গ্রহিতা সদস্যদের ঋণ ব্যবহার, তদারকি, স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার, পণ্য বাজারজাতকরণ বিষয়ে পরামর্শসহ উদ্যোক্তা হিসেবে তাদের গড়ে তোলার জন্য শুরু থেকে কাজ করে আসছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্যে কেন্দ্রে একটি তিন তলা প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন রয়েছে এবং উক্ত ভবনের তিন তলায় হোস্টেল রয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	মন্তব্য
২০২১-২০২২ অর্থবছরে বুট ক্যাম্প প্রশিক্ষণ	৪২০ জন	৪২০ জন	রাজশাহী কেন্দ্রটি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বুট ক্যাম্প প্রশিক্ষণ হয়নি।
২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বুট ক্যাম্প প্রশিক্ষণ (সাভার, সিলেট ও যশোর)	৩৬০ জন	৩৬০ জন	

৯.০ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বাস্তবায়িত কর্মসূচি

কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবমহিলাদের গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্যচাষ ও কৃষি বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কিত ০৩ মাস মেয়াদি আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদেরকে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করাই মূল উদ্দেশ্য। যুবদেরকে প্রশিক্ষণের পাসাপাশি প্রকল্পের সম্পদ সংরক্ষণের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কেও জ্ঞানদান করা হয়। প্রতি ব্যাচে ৬০ জন বেকার যুবক ও যুবনারীকে আবাসিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা মোট ৬৪টি। দেশের সকল জেলায় একটি করে আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ সর্বনিম্ন ১.৫০ একর হতে ৭.০০ একর ভূমির উপর জেলা সদরে স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অফিস কাম একাডেমিক ভবন, কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের বাসস্থান, ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস, ডাক কাম পোল্ট্রি শেড, কাউ শেড, মৎস্য হ্যাঁচারি, পুকুর, নার্সারি ইউনিট এবং খেলার মাঠ রয়েছে। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ দেশে মৎস্য ও পোল্ট্রি শিল্পের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সকল যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৩,৯৫,৫৩৬ জন কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে গতি সঞ্চার করে পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগানো গেলে যুব প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নে এ কেন্দ্রগুলো রোল মডেলে পরিণত হতে পারে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	**১৭৫১০ জন**	১৭৫০৮ জন

- ❖ সকল যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর হতে রাজস্বখাতে পরিচালিত হচ্ছে ।

চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণ

১০.১ যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রকল্প

দেশে সড়ক দুর্ঘটনা রোধকল্পে যানবাহন চালনায় দক্ষ ড্রাইভার তৈরি করে দেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৪০টি কেন্দ্রে ৬৪টি জেলার প্রশিক্ষণার্থীগণ অংশগ্রহণ করতে পারবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৪০০০০ জন কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবমহিলা যানবাহন চালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। উদ্বোধনের পর থেকে প্রকল্পের আওতায় জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ৮টি ব্যাচে ১২,৪১৩ জন যুবকে গাড়িচালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে পেশাদার লাইসেন্স পেয়েছেন ৫,৮৬৫ জন এবং আত্মকর্মী হয়েছেন ১,৬৮০ জন।

কার্যক্রম	প্রাক্কলিত ব্যয়	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (জানুয়ারি ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৩)	১০৫৯৪.০০ লক্ষ টাকা	৫৭৭৭.৯৬ লক্ষ টাকা
২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ	১৪৩৫.০০ লক্ষ টাকা	১৪০৩.৫৬ লক্ষ টাকা
জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৮টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ	১২৮০০ জন	১২,৪১৩ জন
জুন ২০২৩ পর্যন্ত পেশাদার লাইসেন্স পেয়েছেন	-	৫,৮৬৫ জন
জুন ২০২৩ পর্যন্ত আত্মকর্মী হয়েছেন	-	১,৬৮০ জন

১০.২ টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়াং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব ২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প

শহর ও গ্রামের যুবদের মধ্যে দক্ষতাও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবধান হ্রাস করে কম্পিউটার প্রশিক্ষণে গ্রামের ১৮-৩৫ বছরের শিক্ষিত সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র যুবদের অংশগ্রহণের জন্য প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে 'টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব ২য় পর্ব)' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ভ্রাম্যমান আইসিটি প্রশিক্ষণ ভ্যানের (মিনিবাস) মাধ্যমে যুবদের দোরগোড়ায় প্রশিক্ষণ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি ভ্রাম্যমান আইসিটি প্রশিক্ষণ ভ্যানে এগারটি ল্যাপটপ, ভ্রাম্যমান ইন্টারনেট সুবিধা, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, অডিও সিস্টেম, জেনারেটরসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণের আধুনিক সকল সুযোগ সুবিধা রয়েছে। প্রতিটি ভ্রাম্যমান আইসিটি প্রশিক্ষণ ভ্যান প্রতি উপজেলায় দুই মাস অবস্থান করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এভাবে পর্যায়ক্রমে চাহিদা অনুযায়ী প্রতিটি বিভাগের সকল উপজেলায় (সদর উপজেলা ব্যতীত) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৬১৮.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ৩ (তিন) বছর ০১-০১-২০২২ ইং হতে ৩১-১২-২০২৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত। প্রশিক্ষণের মোট লক্ষ্যমাত্রা- ১২৮৮০ জন। ১৪টি আইসিটি প্রশিক্ষণ ভ্যান দিয়ে প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্প হতে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কর্ম দিবসে জন প্রতি ২০০/- টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা/যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রশিক্ষণার্থীদের আপ্যায়নের জন্য প্রতি কর্ম দিবসে জনপ্রতি ১০০/- টাকা হারে প্রদান করা হয়।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র সুবিধা বঞ্চিত যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি;
- দরিদ্র যুবদের নিজ নিজ অবস্থানে রেখে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি;
- আইসিটি বিষয়ক চাকুরির ক্ষেত্রে গ্রামীণ দরিদ্র যুবদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- গ্রামীণ ও শহুরে যুবদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞানের ব্যবধান হ্রাস করা।
- প্রতিবন্ধী ও চর এলাকার পিছিয়ে পড়া যুবদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ দেয়া।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (জানুয়ারি ২০২২ - ডিসেম্বর ২০২৪)	৪৬১৮.০০ লক্ষ টাকা	১৪৩০.৭৩ লক্ষ টাকা
২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ	৮৫০.০০ লক্ষ টাকা	৬২০.৭৮ লক্ষ টাকা
প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণ	১২৮৮০ জন	২৭৯৮ জন (জুন ২৩)

১০.৩ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তিনির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইমপ্যাক্ট- ৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

গবাদিপশু ও মুরগি পালন বিষয়ে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণকারীদের প্রকল্পের উচ্ছিষ্ট ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে বায়োগ্যাস উৎপাদন করে জ্বালানি চাহিদা পূরণ করা এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। ইতোপূর্বে প্রকল্পের ২টি পর্যায় সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের ২য় পর্ব সফলভাবে বাস্তবায়িত হওয়ায় ৩য় পর্বের কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ ০১-০৭-২০২১ থেকে ৩০-০৬-২০২৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩৬০০.০০ লক্ষ টাকা। তদপ্রেক্ষিতে বিগত ১৯/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখে আরডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে পরিবেশবান্ধব এ প্রকল্পের কার্যক্রম ৩য় পর্যায়ে দেশের সকল জেলার ৪৯২ টি উপজেলায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জ্বালানি চাহিদা। পুরণের লক্ষ্যে প্রকল্প মেয়াদে সর্বোচ্চ ৩২,০০০টি বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা হবে। আগস্ট/২০২৩ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে ৪৩৩২ জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৭৮৪টি বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের ফলে স্থানীয় পরিবেশের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটবে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (জুলাই ২০২১- জুন ২০২৪)	২৩৬০০.০০ লক্ষ টাকা	১০৬৩.৯২ লক্ষ টাকা
২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ	১৯৫১.০০ লক্ষ টাকা	১০৩০.৮৩ লক্ষ টাকা
প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	৬৪০০ জন	৬৪০ জন (জুন ২০২৩)

১০.৪ শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প

দেশের শিক্ষিত বেকার যুবকদের মধ্য হতে কর্ম প্রত্যাশীদের আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৭৫০.০০ লক্ষ টাকা।

১. কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আউটসোর্সিং এর উপযোগী করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
২. আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে যুবদের স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা করা।
৩. আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা।

লক্ষ্যমাত্রা :

- আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ০৮টি বিভাগের ১৬ টি জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের মধ্যে ৬৪০০ জনকে স্বাবলম্বী করা ;
- সোসাইটি ফর পিপলস এডভান্সমেন্ট (এসপিএ) এর বিভিন্ন কার্যালয়ে ১০০০ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (জুলাই ২০২২- জুন ২০২৫)	৪৭৫০.০০ লক্ষ টাকা	২১৫.৫০ লক্ষ টাকা
২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ	৪৯৬.০০ লক্ষ টাকা	২১৫.৫০ লক্ষ টাকা
প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	৬৪০০ জন	৬৪০ জন (জুন'২০২৩)

১০.৫ লাইফ স্কিলস এডুকেশন ইন ইয়ুথ ট্রেনিং সেন্টার এন্ড স্ট্রেন্দেনিং অব ন্যাশনাল ইয়ুথ প্লান (LYTC & SNYP) প্রকল্প

UNFPA এর অর্থায়নে Life Skills Education in Youth Training Center & Strengthening of National Youth Platform শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি ০১-০৭-২০২২ খ্রি. হতে ৩০-০৬-২০২৬ খ্রি. মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২০টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যুবদের জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বাস্তবায়নে কাজ করছে। এ প্রশিক্ষণে যুব নেতৃত্ব বিকাশ ঘটবে। জাতীয় নীতি নির্ধারণী সংলাপে যুব ফোরামের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (জুলাই ২০২২- জুন ২০২৬)	৪২১.০০ লক্ষ টাকা	১৪.১৭ লক্ষ টাকা
২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ	১২২.৫৯ লক্ষ টাকা	১.০৪ লক্ষ টাকা
ইয়্যুথ কাউন্সিল সদস্যদের কর্মশালায় অংশগ্রহণ	৭৫ জন	৭৫ জন

১০.৬ Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN) Project

বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় এদেশের যুবদের উন্নয়ন ও ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN) প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ৩,৩৪৮০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৮ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। 'EARN' প্রকল্পটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। দেশের ৯ লক্ষ যুব প্রত্যক্ষ এবং ২০ লক্ষ যুব পরোক্ষভাবে এ প্রকল্পের সুবিধাভোগী হবেন। নারীর ক্ষমতায়নে এ প্রকল্পের সকল কার্যক্রমে ৬০% যুব মহিলার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

'EARN' প্রকল্পের কার্যক্রম

১) ৫০০০ হাজার ভিলেজ লেভেল ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করা হবে;
২) ০৫ লক্ষ যুব ও যুবনারীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;
৩) ২৫০০০ যুবক ও যুবনারীকে অনলাইন ট্রেনিং প্রদান করা হবে;
৪) ২৫০০০ যুবক ও যুবনারীকে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইনোভেশন ফান্ড প্রদান করা হবে;
৫) প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ২০টি উপজেলায় কমিউনিটি সাপোর্ট চাইল্ড কেয়ার ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপ করা হবে।
৬) স্কুল কলেজ থেকে ঝরেপরা ১ লক্ষ যুবক ও যুবনারীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ বৃত্তি প্রদান করা হবে।
৭) প্রতিটি উপজেলায় প্রতি বছর কর্মপ্রত্যাশী যুব এবং কর্মে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে জব ফেয়ার আয়োজন করা হয়।
৮) ০১ লক্ষ যুবক ও যুবনারীকে ০৬ মাসব্যাপী ইন্টার্ণশিপ ট্রেনিং দেয়া হবে।
৯) দেশের ২৫০০ ইউনিয়নে ২৫০০ কমিউনিটি গ্রুপ তৈরি করা হবে।
১০) নিবন্ধিত যুব সংগঠনের ৫০ হাজার যুবকে লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং প্রদান করা হবে।
১১) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ক্রীড়া পরিদপ্তর, বিকেএসপি এবং শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
১২) সকল ক্ষেত্রে ডিজিটাল পেমেন্ট এবং একাউন্টস সিস্টেম চালু করা হবে।
১৩) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতায় জেলা পর্যায়ের অফিসসমূহ উন্নয়নে অনুদান প্রদান করা হবে।

এছাড়াও চাহিদা ভিত্তিক প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৮)	৩৩৪৮০০.০০ লক্ষ টাকা	নতুন প্রকল্প

সমাপ্ত কর্মসূচি

১১.১ ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি

বর্তমান সরকারের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উচ্চমাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত আগ্রহী যুবক ও যুবনারীদের জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় দেশের ৪৭টি জেলার অধীনে ১৩৮ টি উপজেলায় ২,৩৫,৩৪৭ জন যুবক ও যুবনারীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে ২,৩২,৯৯৬ জনকে অস্থায়ী কর্মসংস্থানে সংযুক্তি প্রদান করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে তাদের মাঝে ভাতা বাবদ ৩,৪৬৯.৬০ কোটি টাকা বিতরণ করা হইয়াছে। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির ৮ম পর্ব আগস্ট ২০২৩ খ্রি. সমাপ্ত হয়েছে। এ সমাপ্তির সাথে সাথে সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সমাপ্ত হলো।

কার্যক্রম	**লক্ষ্যমাত্রা**	**অগ্রগতি**
মোট প্রকল্প ব্যয় (জুলাই ২০০৯- আগস্ট ২০২৩)	৩৬৯৩৪৫.৫১ লক্ষ টাকা	৩৪৬৯৬১.৬১ লক্ষ টাকা
এ কর্মসূচির আওতায় দেশের ৪৭টি জেলার অধীনে ১৩৮ টি উপজেলায় যুবক ও যুবনারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান	-	২,৩৫,৩৪৭ জন
এ কর্মসূচির আওতায় দেশের ৪৭টি জেলার অধীনে ১৩৮ টি উপজেলায় জন যুবক ও যুবনারীকে অস্থায়ী কর্মসংস্থান প্রদান	-	২,৩২,৯৯৬ জন

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ

১২.১ অবশিষ্ট ১১টি জেলায় নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

দেশের ৫৩টি জেলায় আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল। অবশিষ্ট ১১টি জেলার বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্যচাষ ও কৃষি বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কিত আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদান এ প্রকল্পের লক্ষ্য। ১৪৬ কোটি ৩৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্প গত ১৯-১০-২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে সংশোধনীর মাধ্যমে মোট প্রকল্প ব্যয় দাঁড়িয়েছে ২১৪ কোটি ৫০ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, নেত্রকোনা, জয়পুরহাট, নীলফামারী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও সাতক্ষীরা জেলায় আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় দেশের ৬৪টি জেলাতেই আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (২০১০-২০১৯)	২১৪৫০.৪৫ লক্ষ টাকা	১৯৫৭৮.১৫ লক্ষ টাকা
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	৮০০.০০ লক্ষ টাকা	৬৮৯.০০ লক্ষ টাকা
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ব্যয়	৬৮৯.০০ লক্ষ টাকা	৬২৫.৩৯ লক্ষ টাকা

১২.২ শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র জোরদারকরণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প

''শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র" ১৯৯৮ সালে ঢাকা জেলার সাভারে স্থাপিত হয়। এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৬ এ সমাপ্ত হয়। প্রকল্পের মেয়াদ সমাপ্তির পর জনবলসহ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন থাকায় থোক বরাদ্দের মাধ্যমে এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কিন্তু কোন বছরই যথাসময়ে চাহিদা অনুযায়ী থোক বরাদ্দ না পাওয়ায় কেন্দ্রের কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। ''শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র" দেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন, তথ্য ও গবেষণা কার্যক্রমে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রের অবদানকে আরো সম্প্রসারিত এবং এটিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে ''শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র জোরদারকরণ ও আধুনিকীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পটি মার্চ ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত মেয়াদে ২০৮৯.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ১৯-০৫-২০১৫ তারিখে অনুমোদন করেছেন। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধি করে জুন ২০২১ করা হয় এবং প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩৪৯.০০ লক্ষ টাকা হয়। প্রকল্প টি জুন, ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (মার্চ ২০১৫- জুন ২০২১)	৩৩৪৯.০০ লক্ষ টাকা	২৭৩৭.০৬ লক্ষ টাকা
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বরাদ্দ	১০০০.০০ লক্ষ টাকা	৮৮০.৩৪ লক্ষ টাকা
প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণ	১১৪৫০ জন	১০৪১৩ জন
২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	১৫০০ জন	১২৪৬ জন

১২.৩ ৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

দেশে-বিদেশে দক্ষ যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা এবং শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এ প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ১৭৪৯.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০৯-১০-২০১৬ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদন করেছেন। পরবর্তীতে ৩০৬৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২২-১০-২০১৮ তারিখে প্রকল্পের ১ম সংশোধন অনুমোদন করেছেন। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ ৩০-০৬-২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে ১৯-০২-২০২০ তারিখে প্রকল্পটির ২য় সংশোধন অনুমোদন করা হয় এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ৬১০০.০০ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় কম্পিউটার বেসিক এন্ড আইসিটি এ্যাপ্লিকেশন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য দেশের ৬৪টি জেলায় ৭১টি এবং প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ৬টি বিভাগীয় শহরে ৬টি সহ মোট ৭৭টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় দেশে ও বিদেশে ২৯,৮০০ জন যুবক ও যুবনারীর কর্মসংস্থান হয়েছে। প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (২০১৬-২০২১)	৬১০০.০০ লক্ষ টাকা	৬০৬৬.১৫ লক্ষ টাকা
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বরাদ্দ	২৮২৩.০০ লক্ষ টাকা	২৮১৫.৪০ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের শুরু থেকে প্রশিক্ষণ	৬৪,৮৫০ জন	৬৪,০৪০ জন
২০২১-২০২২অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	২২,২৪০ জন	২০,৫৪০ জন

১২.৪ উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প (২য় পর্ব)

উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলার বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্পের প্রথম পর্বের মেয়াদ ৩০ জুন ২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে। সফলভাবে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের সাফল্য ধরে রাখা এবং উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলার কর্মপ্রত্যাশী যুবদের জন্য কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে এ প্রকল্পের ২য় পর্ব বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়। ২য় পর্ব বাস্তবায়িত হলে ২৮২০০ জন যুবক ও যুবমহিলা উপকৃত হবে মর্মে ২৭-১২-২০১৭ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদন করা হয়। ০১-০১-২০১৮ থেকে ৩১-১২-২০২০ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১৬৪৯.৭২ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হয়। প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষিত যুবদের ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য প্রথম পর্বের ঋণ তহবিল ৫৪৭৯.৭৬ লক্ষ টাকা ২য় পর্বে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (জানুয়ারি ২০১৮- ডিসেম্বর ২০২০)	১৬৪৯.৭২ লক্ষ টাকা	১৫২৯.০৩ লক্ষ টাকা
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বরাদ্দ	৩০৩.০০ লক্ষ টাকা	২২৯০.৪১ লক্ষ টাকা
প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণের	২৮২০০ জন	২৮২০০ জন
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	৫৮৭৫ জন	৫৮৭৫ জন
প্রকল্প মেয়াদে কর্মশালা	১৬২টি	১৪১টি
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে কর্মশালা	৩৩টি	৩৩টি

১২.৫ ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি শীর্ষক প্রকল্প

উল্লেখিত ০৬টি প্রকল্পের প্রতিটির প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ২৫.০০ কোটি টাকার উপরে। বিভিন্ন কারণে বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোর মূল্যায়ন প্রয়োজন। কোনো ধারণার টেকসইতা যেমন প্রকল্পটি আর্থিক ও কারিগরিভাবে টেকসই এবং একইসংগে অর্থনৈতিকভাবে যৌক্তিক কিনা তা নির্ধারনের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই প্রয়োজন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর একটি সুপরিচিত সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিআইডিএস-এর মাধ্যমে ৬টি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৬টি প্রকল্প একত্রে বা বিচ্ছিন্নভাবে সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়। ডিওয়াইডি নিম্নোক্ত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করবে এবং তাদের এসব প্রকল্প গ্রহণের জন্য যৌক্তিকতা নির্ধারণ করবে।

১) যুবদের জন্য গ্রামে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প
২) কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্ব)
৩) যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর প্রকল্প
৪) শেখ জামাল উপজেলা যুব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর প্রকল্প
৫) দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুব উদ্যোক্তা তৈরিকরণ প্রকল্প
৬) অনলাইনভিত্তিক ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ চালুকরণ প্রকল্প

কার্যক্রম	**লক্ষ্যমাত্রা**	**অগ্রগতি**
মোট প্রকল্প ব্যয় (মে/২০২১-ডিসেম্বর/২০২১)	২৭০.০০ লক্ষ টাকা	-

১২.৬ সাপোর্ট টু ডেভেলপ ন্যাশনাল প্ল্যান অব এ্যাকশন ফর ইমপ্লিমেন্টেশন অব ন্যাশনাল ইয়ুথ পলিসি এণ্ড ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স প্রকল্প

প্রকল্পটি ইউএনএফপিএ এর অর্থায়নে ৯ম কান্ট্রি প্রোগ্রামের আওতায় ২৪০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জামালপুর, বরিশাল, বরগুনা, পটুয়াখালী ও বগুড়া জেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় যুবনীতি বাস্তবায়নের জন্য ন্যাশনাল এ্যাকশন প্লান এবং ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স তৈরি করা। এছাড়া যুবদের লাইফ স্কীল এডুকেশন প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং যুবনারীদের লাইফ স্কীল এডুকেশন প্রদানের বিষয়ে পরিবার, সমাজ, প্রাতিষ্ঠানিক স্টেকহোল্ডার ও গেটকিপারদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ পরিবর্তনে এ প্রকল্প কাজ করেছে। ০১-১০-২০১৭ হতে ৩১-১২-২০২১ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

কার্যক্রম	**লক্ষ্যমাত্রা**	**অগ্রগতি**
মোট প্রকল্প ব্যয় (অক্টোবর ২০১৭-ডিসেম্বর ২০২১)	২৪০.০০ লক্ষ টাকা	১৭৬.২২ লক্ষ টাকা
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বরাদ্দ	৪২.৩৫ লক্ষ টাকা	২৩.০০ লক্ষ টাকা
২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বরাদ্দ	৬৭.৯০ক্ষ টাকা	২৭.৩৮ লক্ষ টাকা

অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পসমূহ

১৩.১ ¨Improving Skills & Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar District (ISEC) Project

ILO Bangladesh এর সহযোগিতায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পটি কক্সবাজার জেলার সকল উপজেলা পর্যায়ে ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সের যুবদের নিয়ে অধিদপ্তরের বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ট্রেডসমূহে প্রশিক্ষণ উপকরণসহ অন্যান্য কর্মকান্ডে সহযোগিতা প্রদান করবে। প্রত্যন্ত এলাকার যুব মহিলাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল করে সম্পদে পরিণত ও সমাজে সম্মানজনক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবে। প্রকল্পটি একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটি জুন ২০২৩ হতে নভেম্বর ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে। প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭৬৮৮.০০ লক্ষ টাকা এবং চলতি বছরেই কার্যক্রম শুরু হবে।

১৩.২ ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি' শীর্ষক প্রকল্প

বিভিন্ন কারণে বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোর মূল্যায়ন প্রয়োজন। প্রস্তাবিত সকল প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৫.০০ কোটি টাকার উপরে। সরকারের বিদ্যমান আইনানুসারে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই করা প্রয়োজন। কোনো ধারণার টেকসইতা যেমন প্রকল্পটি আর্থিক ও কারিগরিভাবে টেকসই এবং একইসংগে অর্থনৈতিকভাবে যৌক্তিক কিনা তা নির্ধারনের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই প্রয়োজন। এদিক থেকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর একটি সুপরিচিত সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিআইডিএস দ্বারা তার প্রস্তাবিত ৪টি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করবে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর নিম্নোক্ত ৪টি প্রকল্প একত্রে বা বিচ্ছিন্নভাবে সম্ভাব্যতা যাচাই ও যৌক্তিকতা নির্ধারণ করে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করা হবে। এছাড়াও ভবিষ্যতে নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে। প্রকল্পটি একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে এবং জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৬ মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে। প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৯৮.০০ লক্ষ টাকা। চলতি বছরেই কার্যক্রম শুরু হবে।

- যুব সংগঠনের কার্যক্রম জোরদার করণপ্রকল্প
- ন্যাশনাল সার্ভিস প্রকল্প
- যুবসমাজকে মাদকাসক্তি থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে যুব সংগঠনের মাধ্যমে বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড ও সচেতনতা বৃদ্ধি প্রকল্প
- আটটি জেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালকের কার্যালয় স্থাপন প্রকল্প।

১৩.৩ কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্ব)

গত ২১/০৬/২০২২ খ্রি. প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের বিষয়ে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "কর্মসংস্থান ও আত্মর্কসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ (২য় পর্ব)" প্রকল্প , ''যুবদের জন্য গ্রামে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ" প্রকল্প এবং "যুব উদ্যোক্তা তৈরির জন্য যুবদের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ" প্রকল্প ০৩ টি কে সমন্বয় করে প্রকল্পের একটি শিরোনাম নির্ধারণ করে ০১টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

ক) এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত স্থানীয় চাহিদা মোতাবেক বেকার যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা;
খ) প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবদের আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করে দেশে বেকারত্ব ও দারিদ্র্য হ্রাস করা ;
গ) একক/ যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কাজে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সম্পৃক্ত করা ;
ঘ) যুবদের জাতি গঠনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা।

লক্ষ্যমাত্রা:

- প্রকল্প মেয়াদে ৪,৩৮,৭৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- প্রকল্প মেয়াদে ২,১৯,৩৭৫ জনকে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করা।
- প্রকল্পটি ০১ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ মেয়াদে এবং
- ৩১৫৫৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে।

১৩.৪ ৬৪ জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প

দেশে-বিদেশে দক্ষ যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা এবং শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এ প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়। ১৭৪৯.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। ২৯,৮০০ জন বেকার যুবক ও যুবমহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ করেছে। পরবর্তীতে ৩০৬৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের ১ম সংশোধন করা হয়। পরবর্তীতে ২য় সংশোধন করে প্রকল্পের মেয়াদ ৩০-০৬-২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে প্রাক্কলিত ব্যয় দাঁড়ায় ৬১০০.০০ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় কম্পিউটার বেসিক ও আইসিটি এ্যাপ্লিকেশন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য দেশের ৬৪টি জেলায় ৭০টি এবং প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ৬টি বিভাগীয় শহরে ৬টি সহ মোট ৭৬টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ক) বিদ্যমান ২৭৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আধুনিক প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা ;
খ) দেশে ও বিদেশে কর্মকর্তাদের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনবল তৈরিতে সহায়তা করা ;
গ) চাকুরির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিযোগিতায় সহযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা ;
ঘ) যুবদের উপার্জনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে দেশের দারিদ্র্য হ্রাস করা।

লক্ষ্যমাত্রা

- বাস্তবায়ন এলাকাঃ ৬৪ জেলা
- প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল ঃ ১ জানুয়ারি ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত।
- প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৪৯৯৯.০০ লক্ষ টাকা।

১৩.৫ যুব ভবন নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের জন্য বহুতল বিশিষ্ট আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন ভবন নির্মাণ।
- আরামদায়ক অনুকূল পরিবেশবান্ধব পরিবেশে চাকুরীর লক্ষ্যে চাকুরীজীবীদের জন্য ভবন নির্মাণ।
- ভবনে আধুনিক সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সিম্পোজিয়াম, প্রশিক্ষণ ও মিটিং হলরুম থাকবে।
- ভবনের অভ্যন্তরে দুইস্তরে কার পার্কিং, ক্যাফেটেরিয়া, নামযঘর, গেস্টরুম, অভ্যর্থনা ও ওয়েটিংরুম এবং লিফ্ট-এর ব্যবস্থা থাকবে।
- প্রকল্পটি ০১/০১/২০২৩ থেকে ৩০/০৬/২০২৫ মেয়াদে এবং ৪৮৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হবে।

১৩.৬ শেখ জামাল উপজেলা যুব প্রশিক্ষণ-বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (১ম পর্ব)

সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার-২০১৮ (যুব উন্নয়ন বিষয়ক) বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনায় বর্ণিত আছে-

- প্রতিটি উপজেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাসাপাশি এই কেন্দ্রগুলোকে পর্যায়ক্রমে তরুণ কর্মসংস্থান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে।
- "তরুণদের সুস্থ বিনোদনের জন্য প্রতিটি উপজেলায় গড়ে তোলা হবে একটি করে যুব বিনোদন কেন্দ্র যেখানে থাকবে বিভিন্ন ইনডোর গেমসের সুবিধা, মিনি সিনেমা হল, লাইব্রেরি, মাল্টিমিডিয়া সেন্টার, সাহিত্য ও সংস্কৃতি কর্ণার, মিনি থিয়েটার ইত্যাদি"।

উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শেখ জামাল উপজেলা যুব প্রশিক্ষণ-বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (১ম পর্ব) গ্রহণ করা হয়।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে অনুৎপাদনশীল যুবসমাজকে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল এবং উৎপাদনমুখি শক্তিতে রূপান্তর করা।
- বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাসাপাশি এই কেন্দ্রগুলোকে পর্যায়ক্রমে 'তরুণ কর্মসংস্থান কেন্দ্র' হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

- তরুণদের সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করা।
- প্রকল্পটি ০১/০৭/২০২৩ থেকে ৩০/০৬/২০২৬ মেয়াদে এবং ৬৬৩৩৮৪.১১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হবে।

১৩.৭ গোপালগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, নড়াইল, ফেনী, ভোলা,ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও বরিশাল জেলায় উপপরিচালকের কার্যালয়সহ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

জেলা পর্যায়ে নির্মিত যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উপপরিচালকের কার্যালয় স্থানান্তর করা হয়েছে। গোপালগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, ফেনী, ভোলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও বরিশাল জেলার যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উপজেলায় নির্মিত হওয়ায় উপপরিচালকের কার্যালয় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্থানান্তর করা সম্ভব হচ্ছেনা। নড়াইল জেলার যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র জেলা সদরে নির্মিত হলেও পদ্মা সেতুর রেল সংযোগ প্রকল্পের প্রয়োজনে উক্ত যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অর্ধেকের বেশি জমি অধিগ্রহণ করায় কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সহ প্রশাসনিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যা হচ্ছে। ফলে এসব জেলায় উপপরিচালকের কার্যালয় ও তার কার্যালয়াধীন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ বিভিন্ন ভবনে ভাড়ায় পরিচালিত হওয়ায় প্রশাসনিক ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমন্বয়ে সমস্যা হচ্ছে এবং যুবদের কাঙ্খিত সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। বর্ণিত সমস্যা উত্তরণে গোপালগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, নড়াইল, ফেনী, ভোলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও বরিশাল জেলার জেলা সদরে প্রশিক্ষণ সুবিধা সহ উপপরিচালকের কার্যালয় নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন যোগ্য ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা।
- প্রকল্পটি ০১/০৭/২০২৩ থেকে ৩০/০৬/২০২৬ মেয়াদে এবং ২৫০৬১.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হবে।

১৩.৮ যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর প্রকল্প

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

ক) কারিগরি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা;
খ) দক্ষ মানবসম্পদের জন্য দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
গ) যুবদের উপার্জনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে দেশে দারিদ্র্য হ্রাস করা;
ঘ) বিদেশে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধি করা।

লক্ষ্যমাত্রা

- বাস্তবায়ন এলাকাঃ ৬৪ জেলা
- প্রকল্প মেয়াদে ২৮৮০০জনকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
- প্রকল্পটি ০১/০৭/২০২২ থেকে ৩১/০৬/২০২৫ মেয়াদে এবং ১৪৩৩১.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হবে।

১৩.৯ কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প

কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের অবকাঠামো সম্প্রসারণ, সংস্কার এবং আধুনিক প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য প্রশিক্ষণ সুবিধা উন্নয়নের লক্ষ্যে এ প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের অবকাঠামো সম্প্রসারিত ও প্রশিক্ষণ সুবিধা উন্নত হবে। ইতোমধ্যে ভবনের নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রকৌশল শাখার তত্ত্বাবধানে নির্মাণ করা হবে।

প্রকল্প এলাকা : সাভার, ঢাকা।

- ২১৩০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- ১৩ টি সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করা;
- প্রকল্প মেয়াদে ২০ জন কর্মকর্তার বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- প্রকল্পটি ০১/০৭/২০২৩ হতে ৩০/০৬/২০২৬ মেয়াদে এবং ১৫৩৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হবে।

১৩.১০ ন্যাশনাল সার্ভিস প্রকল্প

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির বিকল্প হিসেবে ন্যাশনাল সার্ভিস প্রকল্প গ্রহণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাস্তবায়নকাল : ০১ জুলাই ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৬ সাল পর্যন্ত।
প্রকল্প এলাকা : সকল উপজেলা।

লক্ষ্যমাত্রা

- উচ্চমাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব শিক্ষায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবমহিলাদের জন্য ২ (দুই) বছর মেয়াদি অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- কর্মক্ষম জনগোষ্ঠিকে মানবসম্পদে রুপান্তরিত করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- প্রশিক্ষিত যুবক ও যুবমহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনে সহায়তা করা;
- প্রকল্প মেয়াদে ১০০২০০ জনের অস্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

প্রকল্পটি ২৪১৫৬৯.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হবে।

১৩.১১ যুব সংগঠনের কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প

স্থানীয় উন্নয়নে যুব সংগঠনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠিকে সংগঠিত করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা। উন্নয়নের পাসাপাশি গ্রামীণ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও খেলাধুলা আয়োজনের মাধ্যমে বিনোদনের ব্যবস্থা করা। যুব সংগঠনের সদস্যদের আত্মকর্মসংস্থান/ সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি প্রদান করা।

বাস্তবায়নকাল : ০১ জুলাই ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৬
প্রকল্প এলাকা : ৫০০ উপজেলা

লক্ষ্যমাত্রা

- ২৪৮০টি যুব সংগঠন/ যুব ক্লাবকে প্রকল্পের কাজে সম্পৃক্ত করা;
- প্রকল্প মেয়াদে ১৪৯১টি কর্মশালা আয়োজন করা;
- প্রকল্প মেয়াদে ৭৪৪০টি এ্যাডভোকেসি সভা আয়োজন করা;
- প্রকল্প মেয়াদে ৭৪৪০টি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করা;
- প্রকল্প মেয়াদে ৭৪৪০টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা;
- প্রকল্প মেয়াদে ১৪৮৮০টি স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচির মাধ্যমে ১৪৮৮০ জন দরিদ্র মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ সরবরাহ করা;
- প্রকল্প মেয়াদে ৭৪৪০০০টি গাছের চারা রোপণ করা।
- প্রকল্পটি ২১৫৬৯.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হবে।

১৩.১২ শেখ কামাল ভিলেজ ডিজিটাল হাব স্থাপন প্রকল্প

গ্রামীণ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় আইসিটি অবকাঠামো স্থাপন এবং তরুণদের তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি, ই-কমার্স, এফ-কমার্সে আগ্রহী, দক্ষ, সক্ষম করে গড়ে তোলা ও প্রান্তিক পর্যায়ে অনলাইনভিত্তিক ক্ষুদ্র ব্যবসাসমূহের উন্নীতকরণপূর্বক তাদের আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তার মাধ্যমে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

বাস্তবায়নকাল : ০১ জানুয়ারি ২০২৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।
প্রকল্প এলাকা : সকল উপজেলার নির্বাচিত গ্রাম।

লক্ষ্যমাত্রা

- সারাদেশে ২০,০০০টি গ্রামে ভিলেজ ডিজিটাল হাব স্থাপন।
- ২০,০০০ গ্রাম হতে মোট ২০,০০০ জন যুবককে আইসিটি উদ্যোক্তা (ICT Enterpreneur) হিসেবে গড়ে তোলা।
- তৃণমূল পর্যায়ের ৯৬০০০০ জন যুবকে Basic Computing, Operating System, E-Commerce, F-Commerce and Programming Concept বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- প্রকল্পটি ১৮০৬৬৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হবে।

১৩.১৩ আসিয়ান সদস্য দেশসমূহে যুব বিনিময় কর্মসূচি

কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- বাংলাদেশ ও আসিয়ানভুক্ত দেশ সমূহে যুব বিনিময় কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে যুবদের মধ্যে সুদৃঢ় বন্ধন গড়ে তোলা;
- আঞ্চলিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক অগ্রগতি এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ও তথ্য বিনিময় করা;
- বাংলাদেশ ও আসিয়ানভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বৈচিত্রময় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনায় একই মূল্যবোধ প্রবর্তন করা।

যৌক্তিকতা

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্থা Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Sectoral Dialogue Partner (SDP) হিসেবে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক প্রস্তাবিত যুব বিনিময় কর্মসূচির আওতায় প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে ১০ জন যুব একটি আসিয়ান রাষ্ট্রে সপ্তাহব্যাপী সফরে প্রেরণ এবং আসিয়ান সদস্য রাষ্ট্রসমূহ হতে ১০ জন যুব'র সপ্তাহব্যাপী সফরে বাংলাদেশে আগমনের কার্যক্রমটি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব অর্থায়নে একটি প্রকল্প/কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। বাস্তবায়নকাল ১ জানুয়ারি ২০২৪ হইতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত এবং প্রকল্পটি ২১৭.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হবে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

১৪.১ আত্মকর্মী থেকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প

আত্মকর্মী যুবদের গৃহীত প্রকল্পসমূহ টেকসই করে মাঝারি ও বড় প্রকল্প স্থাপন এবং উক্ত প্রকল্পে বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

১৪.২ যানবাহন মেরামত প্রশিক্ষণ প্রকল্প

যানবাহন মেরামতের জন্য দক্ষ মেকানিক্স তৈরি করে দেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

১৪.৩ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপন প্রকল্প

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপন ও নির্মাণ এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রতিটি বিভাগীয় শহরে একটি বহুতল বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপন করা হবে।

১৪.৪ কক্সবাজার জেলায় আন্তর্জাতিক মানের কনফারেন্স হলসহ যুব হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্প

কক্সবাজার জেলায় কনফারেন্স হলসহ আর্ন্তজাতিক মানের যুব হোস্টেল নির্মাণ করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

১৪.৫ যুব কার্যক্রম বিষয়ক গবেষণা ও তথ্য প্রচার প্রকল্প

যুব কার্যক্রমের সাফল্য গবেষণার মাধ্যমে প্রকাশ করা এবং যুব বিষয়ক তথ্য কর্মপ্রত্যাশী যুবসহ দেশের সকল পর্যায়ের মানুষের নিকট প্রচারের ব্যবস্থা করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

১৪.৬ আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

এ প্রকল্পের আওতায় ৭টি বিভাগে একটি করে আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। ফলে মাঠ পর্যায়ে যুব কার্যক্রম বাস্তবায়নে গতি সঞ্চার হবে।

১৪.৭ বিউটিফিকেশন, হেয়ার কাটিং ও হাউজকিপিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রকল্প

কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবমহিলাদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

১৪.৮ ট্যুরিস্ট গাইড, ট্যুর ম্যানেজমেন্ট এবং ইংরেজি ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রকল্প

কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বাজেট

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব	উন্নয়ন
২০১৯-২০২০	৩২৩৭৫.০০	২৮২৬.০০
২০২০-২০২১	৩৪৩৯৭.০০	৩৪৪০.০০
২০২১-২০২২	৪৪০৬৪.০০	৫৩৫৮.০০
২০২২-২০২৩	৫০৮৫৭.০০	৪২৩৬.০০

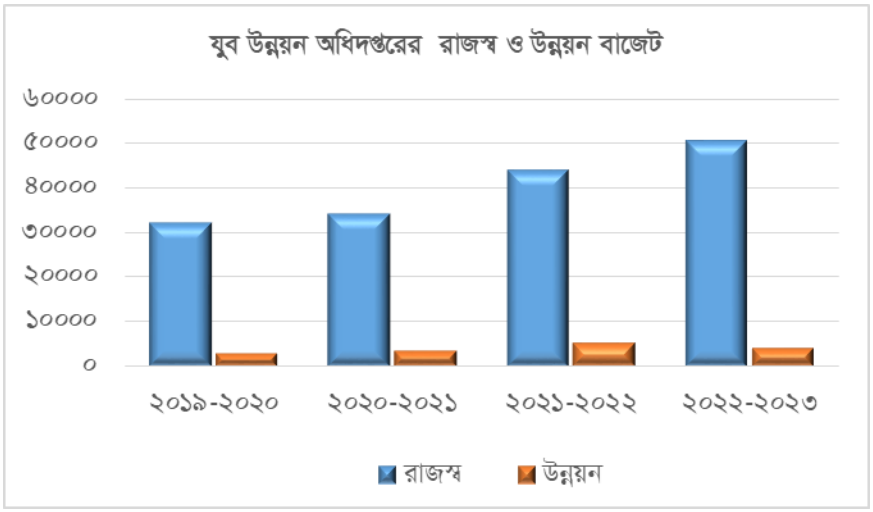

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বার্ষিক রাজস্ব এবং উন্নয়ন বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র (লক্ষ টাকায়):

অর্থ বছর	সংশোধিত বরাদ্দ		অর্থ ব্যয়		ব্যয়ের শতকরা হার	
	রাজস্ব	উন্নয়ন	রাজস্ব	উন্নয়ন	রাজস্ব	উন্নয়ন
২০১৯-২০২০	৩২৩৭৫.০০	২৮২৬.০০	২৯৪৮৪.৯৫	১৯৪৫.৯২	৯১.০৭%	৬৮.৮৬%
২০২০-২০২১	৩৩৪২৬.৭০	৫১০৭.৮০	৩০১১৫.৫১	৪৩০৭.৮৩	৯০.০৯%	৮৪.৩৪%
২০২১-২০২২	৪৪৬৭৯.১১	৪৫৬০.০০	৩৬৯৭০.৩৮	৪৪৫২.৯০	৮২.৭৫%	৯৭.৬৫%
২০২২-২০২৩	৪৬৩৩৪.১৩	৪৭৩২.০০	৩৭৮০৭.৯৬৪	৩২৭০.৬০	৮১.৬০%	৬৯.১২%

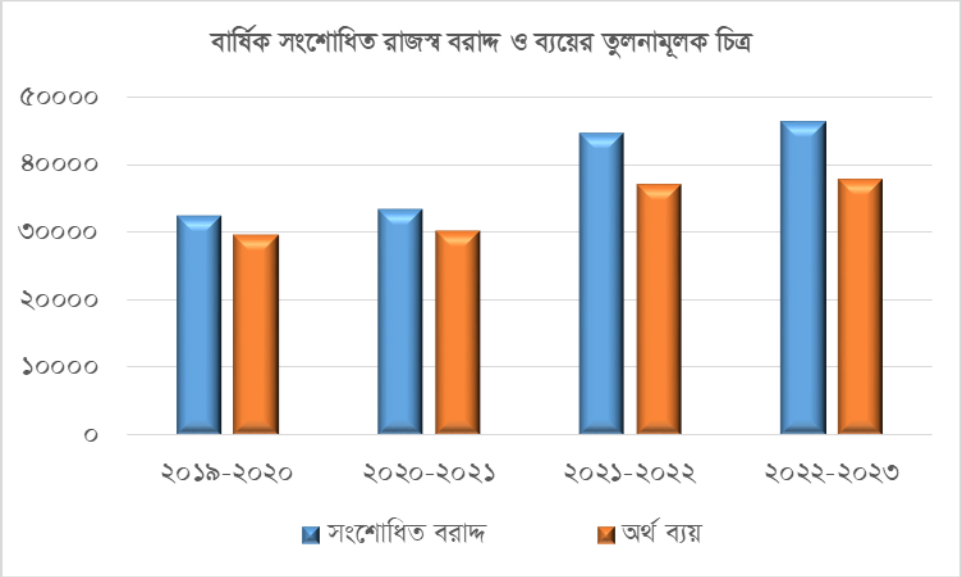

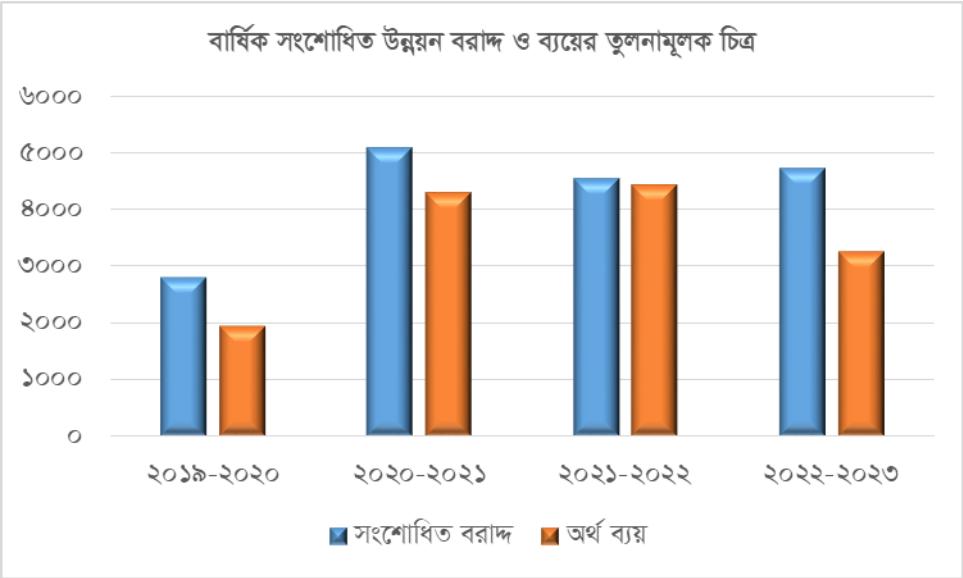

২০০৯-২০১০ অর্থবছর থেকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উন্নয়ন বাজেট

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	মূল বরাদ্দ	সংশোধিত বরাদ্দ	ব্যয়	প্রকল্প সংখ্যা
২০০৯-১০	৩১২১.০০	১৪৫৯.৪৮	১২৭৭.৮৩	০৫টি
২০১০-১১	৩৪৪৪.০০	৩৪৫৪.৬৬	২৮১৩.৪৬	০৭টি
২০১১-১২	১৩৫২১.০০	৫৬৩৮.২৪	৫১৯৯.১৮	০৭টি
২০১২-১৩	১০৮৯৫.০০	৯৩৩৭.০০	৯১৭৩.১০	০৬টি
২০১৩-১৪	১১২৯৫.০০	৯৭৬৯.৮৪	৯৭৪৩.৪২	০৭টি
২০১৪-১৫	১৯৮৫৫.০০	১৬৯০৫.৭২	১৪১২৮.৭১	০৭টি
২০১৫-১৬	১৪১৯৪.০০	৮৯২৩.০০	৮৬৯৫.৫৯	০৬টি
২০১৬-১৭	৮৬৩৮.০০	৬৯০০.০০	৬৭৮৩.৫৯	০৬ টি
২০১৭-১৮	১১১৪৩.০০	৭০৪১.০০	৬২৩৪.১৭	০৬ টি
২০১৮-১৯	৪৩৩৬.০০	৬৮৮৭.০০	৬০২৮.৮৪	০৮ টি
২০১৯-২০	২৫৬৬.০০	২৮২৬.০০	১৯৪৫.৯২	০৮ টি
২০২০-২১	৩৪৪০.০০	৫১০৭.৮০	৪৩০৭.৮৩	০৬ টি
২০২১-২২	৫৩৫৮.০০	৪৫৬০.০০	৪৪৫২.৯০	০৪ টি
২০২২-২৩	৪২৩৬.০০	৪৭৩২.০০	৩২৭০.৬০	০৫টি
সর্বমোট:	১১৬,০৪২.০০	৯৩৫৪১.৭৪	৮৪০৫৫.১৪	

- ২০০৯-২০১০ অর্থবছর হতে ২০২২-২০২৩ পর্যন্ত মোট ১২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে ০৫টি প্রকল্প চলমান রয়েছে।
- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় ২০০৯-২০১০ অর্থবছর থেকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ১৭টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত সময়কালে এডিপি বরাদ্দ বাবদ ৯৩৫ কোটি ৪১ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা প্রকল্প বাবদ বরাদ্দ পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে ৮৪০ কোটি ৫৫ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। উক্ত ব্যয়কৃত অর্থ দ্বারা ১২ টি প্রকল্প ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে এবং ০৫টি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

যুব কার্যক্রম বাস্তবায়নে বর্তমান সরকারের অর্জন
(০১ জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

নং	কার্যক্রম	বর্তমান সরকারের অর্জন
১	বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ	৩৮,২৯,৪২৪ জন
২	প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান	৮,৪৩,৮৫৮ জন
৩	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান	২,৩৫,৩৪৭ জন
৪	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় দুই বছরের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি	২,৩২,৯৯৬ জন
৫	ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের পরিমাণ	১৫৫২,৬৩.৮২ লক্ষ টাকা
৬	ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	৫,৫৫,৮৭২ জন
৭	নতুন প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন	১৯ টি
৮	আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ	১১টি
৯	আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামোর উর্ধ্বমুখি সম্প্রসারণ	২৯টি
১০	উপজেলা কার্যালয়ে মোটর সাইকেল বিতরণ	৬২০টি
১১	ইন্টারনেট সার্ভিস সুবিধা	সকল পর্যায়ের কার্যালয় (১০০%)
১২	ডি নথির ব্যবহার	প্রধান কার্যালয়সহ ৭৫টি কার্যালয়
১৩	যুব সংগঠনকে অনুদান প্রদান	১৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা
১৪	অনুদানপ্রাপ্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা	৮,০০৫টি
১৫	নিবন্ধিত যুব সংগঠনের সংখ্যা	৬,৪৩৭টি
১৬	তালিকাভুক্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা	১১,৬২০টি
১৭	জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান	২৭৫টি
১৮	"শেখ হাসিনা ইয়ুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড " প্রদান	১২ জন
১৯	উন্নয়ন খাত থেকে রাজস্বখাতে স্থানান্তরের সংখ্যা	৭৫৭ জন
২০	চাকুরী নিয়মিতকরণের সংখ্যা	২৯৮০ জন
২১	পদ স্থায়ীকরণের সংখ্যা	৩৮৩০ টি
২২	পদোন্নতির সংখ্যা	৫২২ জন
২৩	নিয়োগের সংখ্যা	৯৩৪ জন

এক নজরে শুরু থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রমের অগ্রগতি

নং	কার্যক্রম	ক্রমপুঞ্জিত অর্জন
১	মোট প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	৬৯,১১,১১২ জন
২	মোট আত্মকর্মীর সংখ্যা	২৩,৮২,০০০ জন
৩	মোট প্রাপ্ত যুব ঋণ তহবিলের পরিমাণ	১৬৬,৫২.২০ লক্ষ টাকা
৪	মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	২৪১৬,৬২.১৪ লক্ষ টাকা
৫	মোট ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	১০,৫০,৮১৯ জন
৬	মূল ঋণ তহবিল থেকে আদায়কৃত প্রবৃদ্ধি	২৮৫,০৭.১০ লক্ষ টাকা
৭	আদায়কৃত প্রবৃদ্ধিসহ মোট ঋণ তহবিল	৪৫,১৭০.৫৬ লক্ষ টাকা
৮	ঋণ আদায়ের গড় হার (%)	৯৫.৬৮%
৯	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান	২,৩৫,৩৪৭ জন
১০	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় দুই বছরের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি	২,৩২,৯৯৬ জন
১১	যুবকল্যাণ তহবিল থেকে বিতরণকৃত অনুদানের পরিমাণ	৩১৪৪.২৬ লক্ষ টাকা
১২	যুবকল্যাণ তহবিল থেকে অনুদান বিতরণকৃত যুব সংগঠনের সংখ্যা	১৫,৫৬৮ টি
১৩	যুবকল্যাণ তহবিলের মূলধনের পরিমাণ	৩৫কোটি টাকা
১৪	অনুন্নয়ন খাত থেকে বিতরণকৃত অনুদানের পরিমাণ	১ কোটি ৮৫ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা
১৫	অনুন্নয়ন খাত থেকে অনুদান বিতরণকৃত যুব সংগঠনের সংখ্যা	২,৫৩৬ টি
১৬	যুব সংগঠন তালিকাভুক্তি	১৮,৪৫৮টি
১৭	নিবন্ধিত যুব সংগঠনের সংখ্যা	৬৪৩৭টি
১৮	জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান	৫১৯ জন
১৯	"শেখ হাসিনা ইয়ুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড " প্রদান	১২ জন
২০	যুব উন্নয়ন বিষয়ে ডিপ্লোমা লাভ	১৭৫ জন
২১	কমনওয়েলথ যুব পুরস্কার লাভ	১৯ জন
২২	সার্ক যুব পুরস্কার লাভ	০২ জন
২৩	আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা	৭১ টি
২৪	আত্মকর্মী যুবদের মাসিক গড় আয়	৬,০০০/- হতে ১,০০,০০০/- টাকা
২৫	ডি নথি ব্যবহারকারী কার্যালয়ের সংখ্যা	প্রধান কার্যালয়সহ ৭৫টি কার্যালয়
২৬	উন্নয়ন খাত থেকে রাজস্বখাতে স্থানান্তরের সংখ্যা	৪৮৭৬ জন
২৭	চাকুরী নিয়মিতকরণের সংখ্যা	৪২৭৭ জন
২৮	পদ স্থায়ীকরণের সংখ্যা	৪২৭৫ টি
২৯	পদোন্নতির সংখ্যা	৬১৩ জন
৩০	নিয়োগের সংখ্যা	৫৬১২ জন

অন্যান্য কার্যক্রম

(ক) জাতীয় যুব দিবস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর সিদ্ধান্তক্রমে ১ নভেম্বর জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপন করা হয়ে থাকে। যে সকল প্রশিক্ষিত সফল যুবক ও যুবনারী আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প স্থাপনে এবং যে সকল যুবসংগঠক সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে তাদেরকে জাতীয় যুবদিবসে **জাতীয় যুব পুরস্কার** প্রদান করা হয়। এ যাবৎ মোট ৫১৯ জনকে জাতীয় যুব পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। এ বছর ২০ জন সফল আত্মকর্মী যুব এবং যুবসংগঠককে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হবে।

(খ) আন্তর্জাতিক যুব দিবস

পর্তুগালের লিসবনে ১৯৯৮ সালের ৮-১২ আগষ্ট অনুষ্ঠিত বিশ্ব যুব মন্ত্রীদের কনফারেন্সে ১২ আগস্টকে আন্তর্জাতিক যুবদিবস ঘোষণা করার জন্য জাতিসংঘের নিকট সুপারিশ করা হয়। লিসবন কনফারেন্সের সুপারিশের প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ৫৪/১২০ নং রেজ্যুলিউশনের মাধ্যমে ১২ আগস্টকে "আন্তর্জাতিক যুবদিবস" হিসেবে ঘোষণা করে এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালনের জন্য সকল সদস্য রাষ্ট্রকে অনুরোধ জানায়। বাংলাদেশে প্রতি বছর যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন করা হয়।

(গ) যুব সংগঠন তালিকাভুক্তিকরণ

যুব সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মূল দায়িত্ব যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পালন করে থাকে। যুবসংগঠনসমূহকে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আরো সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করানোর লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক এদের তালিকাভুক্তি করা হতো। যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন ২০১৫ জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর যুবসংগঠন তালিকাভুক্তির পরিবর্তে নিবন্ধন করা হচ্ছে। জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ১৮৪৫৮টি যুব সংগঠন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

(ঘ) যুব সংগঠন নিবন্ধন

যুব সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা এবং যুব সংগঠনসমূহের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন ২০১৫ গত ৩০-০৩-২০১৫ তারিখে জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এ আইনের আলোকে যুব সংগঠনসমূহকে নিবন্ধন প্রদানের লক্ষ্যে যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) বিধিমালা ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। আইন ও বিধিমালার আলোকে যুব সংগঠন নিবন্ধন কাজ জুলাই ২০১৭ হতে মাঠ পর্যায়ে শুরু করা হয়েছে। জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৬৪৩৭ টি যুব সংগঠন নিবন্ধন করা হয়েছে।

(ঙ) যুব সংগঠনসমূহকে অনুদান প্রদান

আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনের সফল কর্মকান্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ দেশের উপযুক্ত যুব সংগঠনগুলোকে প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদান এবং সামাজিক ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য যুবদেরকে পুরস্কৃত করার উদ্দেশ্যে এ মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় "যুবকল্যাণ তহবিল" গঠন করা হয়। এর গুরুত্ব বিবেচনায় ২০১৬ সনের ৩৩ নং আইন মোতাবেক "যুবকল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৬" প্রবর্তন করা হয়েছে। তহবিলের বর্তমান সিডমানি ৩৫(পঁয়ত্রিশ) কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত এ তহবিল থেকে ১৫ হাজার ০৫ শত ৬৮টি যুব সংগঠনকে সর্বমোট ৩১ কোটি ৪৪ লক্ষ ২৬ হাজার টাকার অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

২০০৯-২০১০ হতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত এ তহবিল থেকে মোট ০৯ হাজার ০৭ শত ০৪ টি যুব সংগঠনকে মোট ২৬ কোটি ১০ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকার অনুদান প্রদান করা হয়।

(ঙ) জাতীয় যুব কাউন্সিল

যুবসমাজের ক্ষমতায়নের পথে জাতীয় যুব কাউন্সিল (গঠন, কাঠামো, কার্যপদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা, ২০২১ প্রণীত হয়েছে। সে আলোকে ইতোমধ্যে ৭৫ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় যুব কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে।

(চ) শেখ হাসিনা ইয়ুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড

সামাজিক ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নামে সম্মানজনক "শেখ হাসিনা ইয়ুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড" প্রবর্তন করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ০৫টি ক্যাটাগরিতেমোট ১২ জন যুবকে 'শেখ হাসিনা ইয়ুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড'-২০২২ প্রদান করা হয়েছে।

(জ) কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম, এশিয়া সেন্টারের সহযোগিতায় দূর প্রশিক্ষণ কোর্স, সেমিনার, কর্মশালা, যুব বিনিময় কর্মসূচি ও রিজিওনাল এ্যাডভাইজারি বোর্ড মিটিং ইত্যাদি আয়োজন করে আসছে। কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম, এশিয়া সেন্টার থেকে এ যাবৎ ৭৬ জন কর্মকর্তা/যুবসংগঠনের প্রতিনিধি যুব উন্নয়ন বিষয়ে ডিপ্লোমা লাভ করেছেন। পরবর্তীতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে কমনওয়েলথ দূর প্রশিক্ষণ ডিপ্লোমা কোর্সের আওতায় ৯৯ জন ছাত্র-ছাত্রী ডিপ্লোমা অর্জন করেছে।

(ঝ) আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার সাথে সম্পর্ক

জাইকা (জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা), কোইকা (কোরিয়া আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা), জাতিসংঘ এবং এর অংগ সংস্থা ইউএনডিপি, ইউএনএফপিএ, এসকাপ, ইউনেস্কো, আমেরিকান পিস কোর এবং আইএলও ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। ইতোমধ্যে জাইকার ৪৪ জন, কোইকার ৫০ জন এবং আমেরিকান পিস কোরের ৯৭ জন স্বেচ্ছাসেবী এবং জাতিসংঘের ৪৬ জন ইউএনভি কাজের মেয়াদ শেষে দেশে ফিরে গিয়েছে।

(ঞ) জাতীয় যুবনীতি

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য একটি যুগোপযোগী জাতীয় যুবনীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে ২০০৩ সালে অনুমোদিত যুবনীতি সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে বর্তমান সময়ের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি নতুন যুবনীতি প্রণয়নের জন্য নতুন যুবনীতির খসড়া প্রণয়নের দায়িত্ব যুব সংগঠন বিওয়াইএলসি-কে প্রদান করা হয়। বিওয়াইএলসি বিভিন্ন পর্যায়ের যুবদের সাথে মতবিনিময়, বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করে জাতীয় যুবনীতির একটি খসড়া প্রণয়ন করে। প্রণীত খসড়ার উপর সমাজের সকল পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের মতামত গ্রহণ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে উপস্থাপন এবং সর্বশেষ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আয়োজিত কর্মশালায় জাতীয় যুবনীতির খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। জাতীয় যুবনীতি মন্ত্রিসভা কর্তৃক ২০১৭ সালে অনুমোদিত হয়েছে। জাতীয় যুবনীতি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা (ন্যাশনাল এ্যাকশন প্ল্যান) প্রণয়ন করা হয়েছে।

(ট) কমনওয়েলথ পুরস্কার

কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম, এশিয়া সেন্টার এশীয় অঞ্চলের কমনওয়েলথভূক্ত দেশসমূহে যুব কার্যক্রম বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা এবং যুবসংগঠনের সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের স্বীকৃতি হিসেবে প্রতি বছর বিভিন্ন শিরোনামে কমনওয়েলথ পুরস্কার প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশে যুব কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য এ পর্যন্ত ৭ (সাত) জন সফল যুবসংগঠক কমনওয়েলথ অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সিলেন্স ইয়ুথ ওয়ার্ক অ্যাওয়ার্ড, ৮ (আট) জন কমনওয়েলথ ইয়ুথ সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড, ১ (এক) জন সফল আত্মকর্মী প্যান কমনওয়েলথ ইয়ুথ সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড এবং ৩ (তিন) জন সফল যুবসংগঠক কমনওয়েলথ ইয়ুথ সিলভার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।

(ঠ) সার্ক ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড

সার্ক ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড স্কিম ১৯৯৭ সাল থেকে চালু করা হয়েছে। সার্ক অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে যুব কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রতি বছর সার্ক সচিবালয় থেকে সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য সার্ক ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের ২ (দুই) জন সফল যুবসংগঠক সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সার্ক ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।

উপসংহার

যুবসমাজ দেশের জনশক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে যুবশক্তিকে দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুবদের রয়েছে অফুরন্ত প্রাণশক্তি, সৃজনশীল কর্মক্ষমতা, ক্লান্তিহীন উৎসাহ, ঝড়ের ন্যায় গতিবেগ, অদম্য কর্মস্পৃহা ও কর্মোদ্দীপনা। জাতীয় উন্নতি অনেকাংশে যুবসমাজকে সঠিকভাবে ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। যুবসমাজকে, ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি এবং ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার কাজে লাগানো ছাড়া কোন বিকল্প আমাদের সামনে নেই। সে লক্ষ্যে অধিদপ্তরের কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত আরো বিস্তৃত করে দেশে এবং বিদেশে যুবদের অধিকহারে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে যুব খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। যুবদের ক্রমাগত শহরমুখী প্রবণতা রোধকল্পে যুবদেরকে স্বীয় অবস্থানে রেখে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে হবে। কর্মমুখী ও উৎপাদনমুখী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কর্মপ্রত্যাশী যুবসমাজ একদিকে যেমন নিজেদের জন্য কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে, অন্যদিকে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতেও সক্ষম হবে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিরলস প্রচেষ্টায় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে ধাবমান। আমরা সর্বোতভাবে বিশ্বাস করি, তারুণ্যের শক্তি, বাংলাদেশের সমৃদ্ধি।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
১০৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
Website: www.dyd.gov.bd
Facebook Page: www.facebook.com/departmentofyouthdevelopmenthq/